প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা
ও
খুদ্দক পাঠ

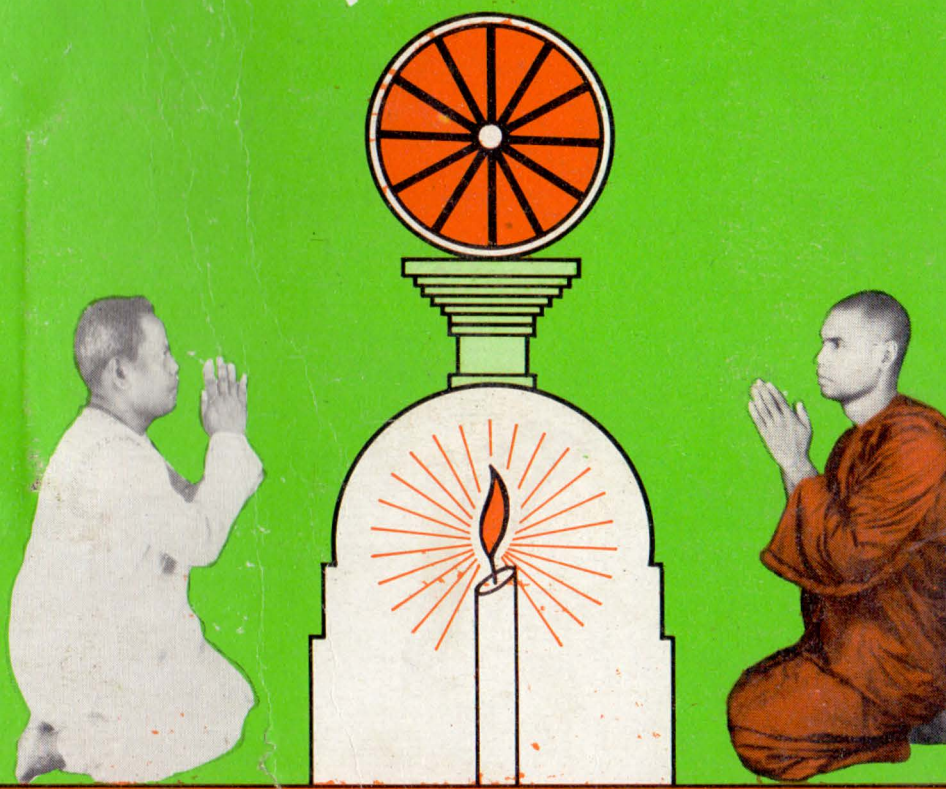

২৫৩২ বুঃ সাসন সেবক সংঘ ১৩৯৫ বাং

সাসন সেবক সংঘ

২৫৩২ বুদ্ধাব্দ
১৩৯৫ বাংলা

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Prajna Dipti Bhante

প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা
ও
খুদ্দক পাঠ

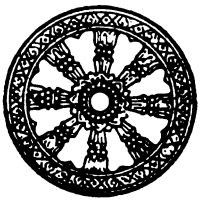

সাসন সেবক সঙ্ঘ
কদলপুর, রাউজান,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা
ও
খুদ্দক পাঠ

প্রকাশক : সাসন সেবক সংঘ

অফিস : বাংলাদেশ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ ও সাধনাকেন্দ্র।
কদলপুর, রাউজান,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৮ ইংরেজী, ২৫৩২ বুদ্ধাব্দ।

শ্রদ্ধাদান : বিশ টাকা।

ঃ বিষয় সূচী ঃ

প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম ভাগ		
১। আদর্শ বৌদ্ধ জীবন গঠন—		১—৮
২। পালি ভাষায় উচ্চারণের নিয়মাবলী—		৯—১৩
৩। বন্দনা পর্ব—		১৪—২২
৪। পূজা পর্ব—		
৫। শীলগ্রহণ পদ্ধতি—		
৬। শীল প্রদানে সম্মতি—		
৭। পরিত্রাণ পাঠ—		
৮। দেবতা আমন্ত্রণ—		
৯। গাথায় ত্রিশরণ গমন—		
১০। ভাবনা পর্ব		
(ক) বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা—		২৩
(খ) ধর্মানুস্মৃতি ভাবনা—		২৪
(গ) সঙ্ঘানুস্মৃতি ভাবনা—		২৫
(ঘ) শীলানুস্মৃতি ভাবনা—		২৬
(ঙ) ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা—		২৭
(চ) দেবতানুস্মৃতি ভাবনা—		২৮
(ছ) অভিনহ পচ্চবেকখন পাঠ—		৩০
(জ) মৈত্রী ভাবনা—		৩০
(ঝ) অনিত্য ভাবনা—		৩৩
১১। পুণ্যানুমোদন—		৩৩—৩৫
খুদ্দক পাঠ (দ্বিতীয় ভাগ)		
১। সরণত্তয়ং—		
২। দসসিকখাপদং—		
৩। দ্বত্তিংসাকারং—	শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ষু	৩৬—৪৪
৪। কুমার পঞ্হং—		
৫। মঙ্গলসুত্তং—	শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির	৪৪—৪৯
৬। রতনসুত্তং—	শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির	৪৯—৫৭
৭। তিরোকুড্ড সুত্তং—	শ্রীমৎ এইচ, সুগতপ্রিয় ভিক্ষু	৫৭—৬১
৮। নিধিকণ্ড সুত্তং—	শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় মহাস্থবির	৬১—৬৫
৯। মেত্ত সুত্তং—	শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু	৬৫—৬৮

সাসন সেবক সংঘ পরিচালনা কমিটি

১। সভাপতি : মহামান্য সঙ্ঘরাজ শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির

২। সহ সভাপতি : শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির

৩। সাধারণ সম্পাদক : ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া

৪। সহ সম্পাদক : শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু

৫। কোষাধ্যক্ষ : শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ষু

৬। সদস্য : শ্রীমৎ এইচ সুগতপ্রিয় ভিক্ষু

৭। সদস্য : শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় মহাস্থবির

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

আদর্শ বৌদ্ধ জীবন গঠন

বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে উল্লেখ আছে যে জগৎ সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় সত্ত্বগণ ব্রহ্মলোক হতে চ্যুত হয়ে জগতে মানুষ রূপে আবির্ভূত হতে থাকেন। প্রথম অবস্থায় মানুষেরা ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করে ধ্যান-ধারণায় রত থেকে প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত অনায়াসলভ্য খাদ্য গ্রহণ করে দীর্ঘদিন অতিক্রম করার পর বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণ করতেন। ক্রমে মানুষের মধ্যে লোভ, দ্বেষ ও মোহের উৎপত্তি হওয়াতে মানুষের চরিত্র কলুষিত হয়ে পড়ে। ফলে জগতে মানুষের মধ্যে রোগ-ব্যাধি, অভাব-অনটন, কলহ-বিবাদ, হিংসা-হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হতে থাকে। কতকগুলি মানুষের মধ্যে এরূপ চারিত্রিক অধঃপতন হলেও কিছু কিছু মানুষ তাঁদের পূর্ব সংস্কার রক্ষা করতে পারেন। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য আমরা মানব জাতিকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা :—প্রথম ভাগ হল—কতকগুলি মানুষ পূর্ব সংস্কার জাত আধ্যাত্মিক মননশীলতায় (Spiritual thinking) অন্যান্য মানুষের চাইতে উন্নত। তাঁরা জগতের ভোগৈশ্চর্যের প্রতি উদাসীন হয়ে জীবনের ন্যূনতম চাহিদায় সন্তুষ্ট থেকে ধ্যান-ধারণায় জীবন অতিবাহিত করে গেছেন বা যাচ্ছেন। দ্বিতীয় ভাগ হল—কতকগুলি মানুষ প্রকৃতির ধনভাণ্ডার হতে জাগতিক সমস্ত ভোগবিলাস উপভোগ করে জীবনকে আরও ভোগ করার মানসে সর্বদাই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এতে এই বিশ্ব প্রকৃতির বিচিত্র ঘটনা তাঁদের জীবনের উপর এমন কতগুলি প্রভাব বিস্তার করে, তা'তে তাঁদের জীবনে কতগুলি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়। মননশীলতায় মানুষ জগতের শ্রেষ্ঠ জীব হলেও শারীরিক দিক দিয়ে তাঁরা অন্যান্য অনেক জীবের চাইতে অতি অসহায়।

তাঁরা যখন তৃষ্ণায় আসক্ত হয়ে পড়েন, তখন নিজেদের আত্মরক্ষার্থে দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে বাধ্য হয়ে পড়েন। এতে মানুষের মধ্যে সমাজের সৃষ্টি হয়। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হলে সহ-অবস্থানের ফলে পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার জন্য সমাজে কতকগুলি বিধি-নিষেধের সৃষ্টি হয়। এই বিধি-নিষেধগুলিকে আমরা সমাজের আদব-কায়দা বলে থাকি। এই আদব-কায়দাগুলি সুন্দর ও সংস্কৃত হতে হতে মানব সমাজে সভ্যতা ও কৃষ্টির সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সভ্যতা ও কৃষ্টি মানুষের মধ্যে সংস্কার ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় ভাগের মানুষের অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারগুলিকে বৌদ্ধধর্মে সৎকায়দৃষ্টি বলে। এই সৎকায়দৃষ্টি হতে মুক্ত হওয়া বৌদ্ধধর্মে মানুষের জীবনে সব চাইতে কঠিন কাজ বলে উল্লেখ আছে। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া লিখেছেন—"পরিবর্তে প্রয়োগ নীতি (The Principle of substitution) দ্বারাই প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চেষ্টায় মানবজাতি ও সমাজ বিশেষের উপযোগী হয়েছে। এই পরিবর্তে প্রয়োগনীতি চতুর্বিধ উপায়ে কার্যকরী হয়েছে। যথা—(১) পিতৃপুরুষগণের উপাস্য দেবতার পরিবর্তে বুদ্ধের আরাধনা; (২) পূর্ববর্তী ধর্ম যাজকের পরিবর্তে ভিক্ষুর পৌরোহিত্য; (৩) পূর্ববর্তী পর্বোৎসব ও ক্রিয়াকলাপের স্থানে বৌদ্ধোৎসব ও পূজা পদ্ধতির অবতারণা। (৪) পূর্ববর্তী ভাব ও ভাষা প্রণালীর পরিবর্তে বৌদ্ধ ভাব ও ভাষা প্রণালীর প্রবর্তন।" উপরোক্ত প্রণালীতে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মধ্যে বৌদ্ধ জীবন গঠনের কিছুটা পরিবর্তন হলেও বৌদ্ধ ভাবাদর্শের এখনও পুরাপুরি পরিবর্তন আসে নাই। তাই এখানে আমরা বৌদ্ধদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনধারার একটা রূপরেখা প্রনয়ণ করে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের নিকট উপস্থাপিত করছি।

আদর্শ বৌদ্ধ জীবন গঠনের জন্য বৌদ্ধদের দৈনিক জীবনের করণীয় হিসাবে চারটা সময়ে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—

(১) *প্রাতঃকৃত্য* (২) *সারা দিনের কর্মজীবন*

(৩) *সান্ধ্যকৃত্য* (৪) *রাতের কৃত্য।*

প্রাতঃকৃত্য—(ক) আদর্শ বৌদ্ধ জীবন গঠনের জন্য সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বে ব্রহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করতে হবে। শয্যা ত্যাগ করার সময়ে জগতের পরম হিতকামী সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে "*নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স*" বলে তিনবার প্রণাম করা উচিত।

(খ) প্রাতঃকালীন তথা জীবনের সকল সময়ে করণীয় কর্ম স্মৃতি সহকারে করা উচিত। কারণ স্মৃতি হল "*সবত্থ সাধিকা।*" যখন যাহা করা হয়, তদ্‌প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। প্রাতঃকালীন শারীরিক কৃত্য, শৌচকর্মাদি স্মৃতি সহকারে সম্পাদন করে বুদ্ধ পূজা এবং বুদ্ধ বন্দনার আয়োজন করতে হবে।

(গ) *বুদ্ধ পূজা ও বন্দনা*—নিজের ঘরে বা বাড়ীর একটি নির্দিষ্ট স্থানে বুদ্ধের প্রতিচ্ছবি অথবা প্রতিমা স্থাপন করে পুষ্প এবং ধূপবাতি দিয়ে বুদ্ধ পূজা করার পর বুদ্ধ বন্দনা করা উচিত। সম্ভব হলে আহার্য দ্রব্যাদি দিয়েও বুদ্ধপূজা করা যেতে পারে। যদি বাড়ীর নিকটে বৌদ্ধ বিহার থাকে পুষ্প, ধূপবাতি এবং আহার্য দ্রব্যাদি নিয়ে বুদ্ধ পূজার পর বুদ্ধ বন্দনা করা উচিত। বিহারে ভিক্ষু থাকলে তাঁকেও যথারীতি বন্দনা করে দিনের কর্মসূচী শুরু করা উচিত।

(২) *সারাদিনের কর্মজীবন*—বুদ্ধ বলেছেন—'*কিচ্ছ মচ্চানং জীবিতং*' অর্থাৎ মরণশীল জীবন বড়ই কষ্টকর। সৎপথে জীবিকা অর্জন করে এই কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করতে পারলে মরণের পর সুগতি পাওয়া যায়।

সৎপথে জীবিকার্জন সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্মে উল্লেখ আছে—"*সত্থ বণিজ্জা, সত্ত বণিজ্জা, মংস বণিজ্জা, মজ্জ বণিজ্জা, বিস বণিজ্জা, উপাসকেন অকরণীয়া,*" অর্থাৎ অস্ত্র বাণিজ্য, প্রাণী বাণিজ্য, মাংস বাণিজ্য, মদ্য বাণিজ্য এবং বিষ বাণিজ্য বৌদ্ধ উপাসকদের করা উচিত নয়। তাহা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যে 'তুলাকুট' অর্থাৎ ওজনে কম দেওয়া, 'মানকুট' অর্থাৎ ঠকাবার ইচ্ছায় ওজনে নিতে বেশী নেওয়া এবং দিতে কম দেওয়া এবং 'করমকুট' অর্থাৎ কোন ভাল দ্রব্যের সহিত মন্দ দ্রব্য মিশ্রিত করে ভাল বলে লাভের আশায় বিক্রি করা প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মে গর্হিত কর্ম বলে চিহ্নিত করা হয়। তাই জীবিকার্জনের জন্য কৃষিকাজ, হস্তশিল্প, পঞ্চ নিষিদ্ধ বানিজ্য ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য করা যেতে পারা যায়। উপার্জিত আয়-ব্যয় সম্বন্ধে বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে—

"*একেনভোগে ভুঞ্জেয্য, দ্বীহি কম্মং পয়োজায়,*
চতুত্থংহি নিধাপেয্য, আপদেসু ভবিস্সতি।"

"উপার্জিত আয়ের অর্থ চার ভাগ করে একভাগ স্ত্রী-পুত্র সহ উপভোগ করবে, দুইভাগ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করবে, চতুর্থ ভাগ আপদ-বিপদের জন্য সঞ্চিত করে রাখবে।" নিধিকণ্ড সুত্রমতে আপদ-বিপদের জন্য ধন সঞ্চয় করার অর্থ দানাদি পুণ্যকর্ম করে অনুগামী সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা।

(৩) *সান্ধ্যকৃত*—সন্ধ্যা হলে মুক্ত বাতাসে কিছুক্ষণ পদচারণ করলে স্বাস্থ্য এবং মন প্রফুল্ল থাকে। তাই খোলা বাতাসে কিছু পদচারণ করে উত্তমরূপে মুখ হাত ধৌত করে নিকটে কোন বিহার থাকলে বিহারে গমন করে অথবা যদি বিহার না থাকে, নিজ বাড়ীর কোন নির্দিষ্ট স্থানে "*এককভাবে*" অথবা "*সমবেতভাবে*" বুদ্ধ বন্দনা করা উচিত। বৌদ্ধ

বিহারে গমন করে প্রথমে বুদ্ধ প্রতিমা বা প্রতিচ্ছবির নিকট ধূপবাতি দিয়ে বুদ্ধপূজা করার পর বুদ্ধ বন্দনা করা উচিত। যদি বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকেন তিনি সন্ধ্যায় একটা *নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত বুদ্ধ বন্দনার আয়োজন করবেন।* বুদ্ধ বন্দনার বিষয়াদি এই গ্রন্থে দেয়া আছে।

(৪) *রাতের কৃত্য*—রাত্রে স্মৃতি সহকারে ভোজনে মাত্রাজ্ঞান ঠিক রেখে ভোজন করে নিদ্রার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। ভোজনে মাত্রা জ্ঞান সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্মে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নিদ্রার আগে *মৈত্রীভাবনা* করতে করতে অথবা *মরণানুস্মৃতি* করতে করতে নিদ্রা যাওয়া উচিত।

সামাজিক জীবনে বৌদ্ধদের কৃত্য

১। ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক কোন শুভ কাজ শুরু করার সময় বৌদ্ধ ভাবাদর্শে *"ইতিপি সো"* *"নমো তস্‌স"* অথবা *"বুদ্ধ-ধম্ম-সংঘ"* বলে শুরু করা উচিত।

২। কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে নিম্নলিখিত বৌদ্ধ ভাবাদর্শে অভিবাদন করা উচিত—

(ক) বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মানার্থে *বন্দনা বা নমস্কার জ্ঞাপন করা।*

(খ) সমবয়সীদের প্রতি *"ইতিপিসো"* বা *"জয়তু"* বলে অভিবাদন জ্ঞাপন করা।

(গ) বয়সে ছোটদের প্রতি *"চিরং জীবতু"* বা *"জয়তু বুদ্ধ সাসনং"* বলে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা।

(৩) কোন দুঃসংবাদ বা দুর্ঘটনার কথা শুনলে সমবেদনা প্রকাশের জন্য *"কম্মস্‌সকা মানবসত্তা"* অর্থাৎ কর্মই মানুষের আপন বল্‌তে হবে।

(৪) কোন ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ শুনার সাথে "***অনিচ্চাবত সংখারা***" বলা উচিত।

(৫) কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বিদায় দেওয়ার সময় "***জয়তু বুদ্ধ-সাসনং***" বলে বিদায় সম্ভাষণ দেওয়া উচিত।

(৬) কাকেও আশীর্বাদ প্রদানের সময় "***চিরং জীবতু***" বা "***দীর্ঘ-জীবি হও***" বলে আশীর্বাদ দেওয়া উচিত।

(৭) কতগুলি লোকাচার অথবা লোকধর্মের প্রতি উদাসীনতা দূরীকরণের জন্য এবং অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য "***জীবতু***" বলা উচিত। যেমন—লোকাচার বশতঃ হাঁচি, টিকটিকির ডাকে মানুষের মনে অনেক দিনের সংস্কার বশতঃ একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বহুদিন একাকী থাকার পর মহাব্রহ্মারও ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তাতেই ব্রহ্মলোকে অন্যান্য সত্ত্বগুণের আগমন হয়েছিল।

৮। বৌদ্ধ জীবন গঠনে অন্ততঃ অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় এবং সম্ভব হলে অষ্টমী তিথিতে "***উপোসথ***" পালন একান্ত প্রয়োজনীয়। উপোসথ সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে ভগবান তথাগত বুদ্ধ শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মৃগার মাতার প্রাসাদে বিশাখাকে বলেছিলেন—উপোসথ তিন প্রকার যথা—(১) ***গোপালক উপোসথ*** (২) ***নিগ্রন্থ উপোসথ*** ও (৩) ***আর্যউপোসথ***। আর্য উপোসথ সম্বন্ধে বলতে বুদ্ধ আরও বলেছিলেন—

"উপক্কিলিট্‌ঠস্‌স বিশাখে চিত্তস্‌স
উপক্কমেন পরিয়োদপনা হোতি"

অর্থাৎ "বিশাখে, উপযুক্ত নিয়মে উপোসথ পালন করলে উপক্লিষ্ট চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়।" উপযুক্ত নিয়ম বল্‌তে উপোসথ ব্রতাচারীকে বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সঙ্ঘানুস্মৃতি, নিজের শীলানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি

করতে করতে অরহতদের মত অষ্ট শীলের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করা বুঝায়। অঙ্গুত্তর নিকায়ে তিক নিপাতে উল্লেখ আছে—

১। "পাণং ন হানে ন চাদিন্নমাদিয়ে
মুসা ন ভাসে ন চ মজ্জপো সিয়া,
অব্রহ্মচরিয়া বিরমেয়্য মেথুনা
রত্তিং ন ভুঞ্জেয়্য বিকাল ভোজনং।

২। মালং ন ধারে ন চ গন্ধ মাচরে
মঞ্চে ছমায় ব সয়েথ সন্থতে,
এতং হি অট্‌ঠঙ্গিকমাহুপোসথং
বুদ্ধেন দুকখন্তগুণা পকাসিতং।

৩। চন্দো চ সুরিয়ো চ উভো সুদস্‌সনা
ওভাসয়ং অনুপরিয়ন্তি যাবতা,
তমোনুদা তে পণ অন্তলিক্‌খগা
নভে পভাসেন্তি দিসা বিরোচনা।

৪। এতস্মিং যং বিজ্জতি অন্তরে ধনং
মুত্তামণিবেলুরিয়ঞ্চ ভদ্দকং,
সিঙ্গী সুবন্নং অথবাপি কাঞ্চনং
যং জাতরূপ হটকন্তি বুচ্চতি।
অট্‌ঠঙ্গু পেতস্‌স উপোসথস্‌স
কলম্পি তে নানু ভবন্তি সোলসিং,
চন্দপ্পভা তারাগণা চ সব্বে।

৫। তস্মাহি নারী চ নরো চ সীলবা।
অট্‌ঠঙ্গুপেতং উপবস্‌সুপোসথং
পুঞ্ঞানি কত্বান সুখুদ্রয়ানি,
অনিন্দিতা সগ্‌গমুপেন্তি ঠানন্তি।"

অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, তিক নিপাত।

১। (১) প্রাণী হত্যা না করা (২) অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করা (৩) মিথ্যা কথা না বলা (৪) মদ্যপায়ী না হওয়া (৫) অব্রহ্মচর্য মৈথুন হতে বিরত থাকা (৬) রাত্রিতে বৈকালিক ভোজন না করা।

২। (৭) মালা ধারণ না করা ও সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার না করা এবং (৮) মাচায় অথবা মাটীতে মাদুর পেতে শয়ন করা—দুঃখান্ত জ্ঞানী বুদ্ধ প্রকাশিত এই গুলিকে অষ্টাঙ্গিক উপোসথ বলেছেন।

৩। চন্দ্র ও সূর্য উভয় দেখতে সুন্দর এবং উদয়াস্তে সকল সময়েই আলো বিতরণ করে। উহাদের আকাশে গমনাগমনকালে অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং উহারা নভোমণ্ডলে শোভাবর্ধন করে।

৪। এই বসুন্ধরার মধ্যে মণিমুক্তা ও পরমোৎকৃষ্ট বৈদূর্য, শৃঙ্গী, সুবর্ণ, কাঞ্চন, জাতরূপ ও হাটক ইত্যাদি যত যত অমূল্য ধন ও অনর্ঘ রত্ন, এমন কি চন্দ্রপ্রভা ও নক্ষত্রমণ্ডলী আছে, এই সমস্তই অষ্টশীল বিশিষ্ট উপোসথের ষোল অংশের এক অংশ বলেও অনুভূত হয় না।

৫। অতএব শীলবন্ত নরনারী অষ্টশীল বিশিষ্ট উপোসথব্রত পালন করে থাকেন। কেননা এতে সুখাবহ বিবিধ পুণ্যাদি কর্মসম্পাদন করে অনিন্দিত স্বর্গধামে উপনীত হওয়া যায়।

পালি ভাষায় উচ্চারণের নিয়মাবলী

শ্রীমৎ বুদ্ধ রক্ষিত মহাস্থবির

ত্রিলোক-গুরু দেব-মানবের শাস্তা জগতের সর্বজীবের দুঃখ মোচনের জন্য যে ভাষায় সদ্ধর্ম দেশনা করেছিলেন, সে শুদ্ধ মাগধী ভাষা বা ত্রিপিটকের তন্ত্রি ভাষাকেই *পালি* ভাষা বলা হয়। মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ যে সর্ব সংস্কার অনিত্য সত্তা বলে দেশনা করেছিলেন, সে অনিত্য ধর্মতাপ্রভাবে, রাষ্ট্র বিপ্লবে, যুদ্ধ বিগ্রহে পালি ভাষার উৎপত্তিস্থান ভূ-ভারত হতে পালি-মাগধী ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত ত্রিপিটক গ্রন্থাদি বিনষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু বুদ্ধোত্তর কালে বহির্ভারতে লঙ্কা-বার্মা-শ্যাম ইত্যাদি দেশে সে সব দেশীয় নিজ নিজ অক্ষরে পালি ভাষায় ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ থাকায় পালি-মাগধী ব্রাহ্মী অক্ষর বিনষ্ট হলেও পালি ভাষায় ত্রিপিটক অবিকল রহে গেছে। পরবর্তী কালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠভাষা ইংরেজী-জার্মানী-হিন্দি-বাঙ্গালা প্রভৃতি অক্ষরে পালি পুস্তক মুদ্রিত হয়ে পঠিত হয় আসছে নানা জাতীয় অক্ষরে পালি পুস্তক মুদ্রিত হওয়াতে মূল পালি ভাষায় প্রকৃত ও সঠিক উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত হয়ে গেছে। বাঙ্গালা ভাষা-ভাষী তাঁদের বাঙ্গালা অক্ষরে অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও এবং ক খ প্রভৃতি অক্ষরে পালি পুস্তক লিখে বাঙ্গালা বর্ণমালা উচ্চারণের মত উচ্চারণ করলে পালি উচ্চারণ সঠিক হয় না। তাই পালি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত বা লিখিত পালি ভাষার পুস্তক সঠিক পালি উচ্চারণে পঠন-পাঠনের জন্য অতি সংক্ষেপে পালি বর্ণমালার পরিচয় দেয়া হচ্ছে। যথা—পালি অক্ষর অ হতে অং পর্যন্ত মোট ৪১টি। তন্মধ্যে অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও এই আটটি স্বরবর্ণ এবং ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব স, হ ল্হ অং—এই ৩৩টি ব্যঞ্জনবর্ণ। আবার ৮টা স্বরবর্ণের মধ্যে (১) অ ই উ—এই ৩টি হ্রস্বস্বর

(Short Vowel) এবং আ ঈ ঊ এ ও পাঁচটি দীর্ঘস্বর (Long Vowel)। ক খ হতে অং (অনুস্বার) পর্যন্ত ৩৩টি ব্যঞ্জনবর্ণ হ্রস্ব 'অ' অক্ষর সংযুক্ত হেতু ৩৩টি ব্যঞ্জনবর্ণ *একমাত্রা সময়* উচ্চারণ কাল। কা খা গা ঘা প্রভৃতি 'আ' অক্ষরযুক্ত হেতু *দ্বিমাত্রা উচ্চারণকাল*। তথা কু কি কু চ চি চু হ্রস্বাক্ষর যুক্ত সংযুক্ত অক্ষরগুলি *একমাত্রা* বা *একপলক উচ্চারণকাল* এবং কা কী কু কে কো চা চী চু চে চো দীর্ঘস্বর যুক্ত অক্ষরগুলি *দ্বিমাত্রা* বা *দ্বিপলক উচ্চারণকাল* জ্ঞাতব্য।

লক্ষ্যণীয় পালিতে অ আ দুইটি সমান বর্ণ। এক জাতীয় কাংস থালায় আঘাত করলে যেমন একরূপ ধ্বনি বা শব্দ নির্গত হয়, অ আ বর্ণ দুইটাতেও সেরূপ একই উচ্চারণ আ আ-া ধ্বনি বা শব্দ হবে। ভিন্ন আওয়াজ বা শব্দ হতে পারে না। কারণ অ আ দুইটাই সমান বর্ণ। সমান বর্ণ অক্ষরে একইরূপ উচ্চারণ, শুধু হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রাভেদ থাকে মাত্র। বাঙ্গালায় অ আ সমান বর্ণ হলেও, ধ্বনি দুই প্রকার। ই ঈ কি কী এবং উ ঊ কু কূ উচ্চারণে ধ্বনি এক হলেও হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রা ভেদ নাই। কিন্তু পালিতে অ আ সমান বর্ণ দুইটার একই আওয়াজ ধ্বনি হতে হবে। কাংস ও কাষ্ঠ ফলকের আওয়াজের দুইরূপ ধ্বনির মত দুইরূপ ধ্বনি হবে না, অ *একমাত্রা* এবং আ *দুইমাত্রা উচ্চারণকাল*।

---

(১) সঙ্কেত—বর্ণের নিম্নে সরলরেখা অ ই উ দ্বারা একমাত্রা সময় এবং বক্ররেখা আ ঈ ঊ এ ও দ্বারা দ্বিমাত্রা সময় উচ্চারণ করতে হয় অর্থাৎ হ্রস্ব (-) এক পলক সময় এবং (ᴗ) দীর্ঘ প্রভৃতি দুই পলক সময় উচ্চারণ করতে হয়।

ধ্বনির উৎপত্তি ভেদে অক্ষর ৮ প্রকার—

১। পালিতে অ আ ক খ গ ঘ ঙ হ—এই আটটি অক্ষর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। ইহাদেরকে কণ্ঠজ (Gutturals) বর্ণ বলে।

২। ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য—এই আটটা বর্ণের উচ্চারণ স্থান তালু। ইহাদেরকে তালব্য (Palatals) বর্ণ বলে।

৩। উ ঊ প ফ ব ভ ম—এই সাতটা অক্ষর ওষ্ঠে উচ্চারিত হয়। ইহাদেরকে ওষ্ঠজ (Labials) বর্ণ বলে।

৪। ট ঠ ড ঢ ণ র ল—এই সাতটা অক্ষর মূর্দ্ধাতে উচ্চারিত হয়। তাই ইহাদেরকে মূর্দ্ধাজ (Cerebrals) বর্ণ বলে।

৫। ত থ দ ধ ন ল্হ স—এই সাতটা অক্ষর দন্তে উচ্চারিত হয়। তাই ইহাদিগকে দন্তজ (Dentals) বর্ণ বলে।

৬। এ অক্ষরের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠতালুতে বলে উহা কণ্ঠতালুজ (Gutturo-palatal) বর্ণ বলে।

৭। ব অক্ষরের উচ্চারণ স্থান দন্ত-ওষ্ঠতে বলে উহাকে দন্তোষ্ঠজ (Dento-labial) বর্ণ বলে।

৮। ও অক্ষরের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ-ওষ্ঠতে বলে উহাকে কণ্ঠোষ্ঠজ (Gutturo-labial) বর্ণ বলে।

পালি অক্ষর দশ প্রকার—

শিথিল-ধ্বনিত ভেদে দুই প্রকার, হ্রস্বদীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার, লঘুগুরু ভেদে দুই প্রকার, সম্বন্ধ—নিগ্রহীত ভেদে দুই প্রকার এবং ব্যবস্থিত বিমুক্ত ভেদে দুইপ্রকার—এভাবে পালি অক্ষর দশ প্রকার।

১। শিথিল অক্ষর—প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় বর্ণ অর্থাৎ ক গ চ জ ট ড ত দ প ব—এই দশটি বর্ণকে শিথিল বর্ণ বলা হয়। শিথিল অক্ষরগুলি স্নিগ্ধ কোমল মধুর উচচারিতব্য।

২। ধ্বনিত অক্ষর—প্রত্যেক বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ খ ঘ ছ ঝ ঠ ঢ থ ধ ফ ভ—এই দশটি বর্ণকে ধ্বনিত অক্ষর বলা হয়। এই গুলির ধ্বনি গম্ভীর ও কর্কশ স্পষ্ট উচচারিতব্য।

৩। হ্রস্ব অক্ষর—অ, ই, উ এই তিনটি হ্রস্বাক্ষর। ক কি কু চ চি চু ইত্যাদি হ্রস্বাক্ষর। এক মাত্রা বা এক পলক সময় অর্থাৎ দীর্ঘস্বরের অর্ধেক সময় হ্রস্বাক্ষর উচচারিতব্য।

৪। দীর্ঘ অক্ষর— আ ঈ ঊ এ ও দীর্ঘ ও দীর্ঘ সংযুক্ত অক্ষর। কা কী কু কে কো চা চী চু চে চো ইত্যাদি দীর্ঘ সংযুক্ত অক্ষরগুলি দ্বিমাত্রা বা দুই পলক সময় উচচারিতব্য।

৫। লঘুবর্ণ—সাধারণতঃ হ্রস্বকে লঘু বলা হয়। 'যস্সন' কথতি তে যস্স সংযুক্তের পর 'ন' লঘু হয়েছে। অর্থাৎ কখ সংযুক্তের পূর্ব 'ন' গুরু, যস্স সংযুক্তের পর 'ন' লঘু হয়েছে। এরূপ লঘু অক্ষর পাঠকালে শীঘ্র হাল্কা উচচারণ বিধেয়।

৬। গুরুবর্ণ—সাধারণতঃ দীর্ঘকে গুরু বলা হয়। যস্সনকথতি 'ন' অক্ষরের পর 'কখ' সংযুক্ত থাকায় 'ন' গুরু হয়েছে। এইরূপ গুরু অক্ষর পাঠকালে একটু ধীরে আস্তে ভার দিয়ে গম্ভীরভাবে উচচারণ করতে হয়। ছন্দশাস্ত্রে দীর্ঘ, গুরু সংযুক্তের পূর্বগুরু নিগ্রহীত (অনুস্বার), অন্তগুরু ও পদন্ত গুরু প্রভৃতি গুরু চার প্রকার হয়।

৭। নিগ্রহীত বর্ণ—তিস্সং, ভিকখং, অং ইত্যাদি বিন্দু (অনুস্বার) আশ্রিত শব্দকে নিগ্রহীত বর্ণ বলা হয়, এবং নিগ্রহীত অক্ষর পাঠকালে কণ্ঠতালু নিগ্রহ করে ঈষৎ খোলা মুখে নাসিকায় বাতাস নির্গত করে উচচারণ করা উচিত।

৮। সম্বন্ধবর্ণ—'সোতুন্থস্স' ও 'সেবতুন্থিস্স' শব্দে 'ন্থ' এবং 'ন্থি' 'অস্স'র সহিত সম্বন্ধ (সন্ধি) হওয়ায় ন্থ ও ন্থি সম্বন্ধ অক্ষর হয়েছে।

৯। ব্যবস্থিত বর্ণ—'তুম্হি' 'অস্‌স' এর সহিত 'হি' 'অস্‌স'র সহিত সম্বন্ধ (সন্ধি) না হওয়ায় 'হি' কে ব্যবস্থিত অক্ষর বলে।

১০। বিমুক্তবর্ণ—'সুনাতু'র 'না', 'এসা জ্ঞাত্তি'র 'সা'—'না' ও 'সা' আকারান্ত অক্ষরকে বিমুক্তবর্ণ বলে। বিমুক্ত অক্ষর পাঠের সময় উচ্চারণ স্থান নিগ্রহ না করে নাসিকাগ্রে বাতাস নির্গত না হয় মত খোলামুখে পাঠ করতে হয়।

লক্ষ্যণীয় "অক্‌খর বিপত্তিয়া অত্থস্‌স দুন্নয়ো হোতি।" এই সূত্র মতে অক্ষর লিখনে কিংবা উচ্চারণে বিপরীত (ভুল) হলে শব্দ ও অর্থ বিপরীত (অন্যরূপ) হয়।

পালি উচ্চারণে সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত

পালি ব্যাকরণে অ আ সমান বর্ণ। পালিতে অ আ দুইটাই আকারান্ত উচ্চারিত হয়। অ হ্রস্ব ঋজু বা সরলরেখা (—) চিহ্ন এবং আ বক্ররেখা (✓) চিহ্ন। তথা ই ঈ সমান বর্ণ, উ ঊ সমান বর্ণ। হ্রস্বস্বর 'অ' এর উচ্চারণ সময় একমাত্রা, দীর্ঘস্বর 'আ'র উচ্চারণ সময় দুইমাত্রা। যেমন ই কারান্ত ই ঈর ধ্বনি উচচারণ একই আওয়াজ শব্দ। উ ঊ র ধ্বনি উচ্চারণ ও একই আওয়াজ শব্দ। সেরূপ অ আ দুইটা সমান ধ্বনির আওয়াজ আকারান্ত একইরূপ হবে। প্রভেদ হ্রস্ব (—) সরলরেখা চিহ্ন একমাত্রা, (✓) বক্র চিহ্ন দুই মাত্রা। এ ও অসমান বর্ণ দীর্ঘস্বর। অ ই উ অসমানবর্ণ হ্রস্বস্বর। অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও—৮টা স্বরবর্ণ। ক+অ=ক আকারান্ত 'কা' ধ্বনি আওয়াজ ধ্বনি উচ্চারিতব্য। তথা ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব স হ ল্হ অং—৩৩টি ব্যঞ্জনবর্ণ। সবই আকারান্ত একমাত্রা উচ্চারণ হবে। অকারান্ত ও আকারান্ত মিশ্র উচ্চারণ করলে গুরু চণ্ডালী দোষ হবে। পালি বা বাঙ্গালা কোনটা হবে না। তাই আকারান্ত উচ্চারণই বাঞ্ছনীয়।

বন্দনা পদ্ধতি

১। ত্রিরত্ন বন্দনা

বুদ্ধং বন্দামি
ধম্মং বন্দামি
সংঘং বন্দামি
অহং বন্দামি সব্বদা।
দুতিয়ম্পি বুদ্ধং বন্দামি
দুতিয়ম্পি ধম্মং বন্দামি
দুতিয়ম্পি সংঘং বন্দামি
অহং বন্দামি সব্বদা।
ততিয়ম্পি বুদ্ধং বন্দামি
ততিয়ম্পি ধম্মং বন্দামি
ততিয়ম্পি সংঘং বন্দামি
অহং বন্দামি সব্বদা।

—ঋজু চিহ্ন হ্রস্ব ১ মাত্রা ∪ বক্র চিহ্ন দীর্ঘ ২ মাত্রা কাল উচ্চারণ।

২। সংঘ-বন্দনা

১। ওকাস বন্দামি ভন্তে, সংঘং, দ্বারত্তয়েন কতং
সব্বং, অপরাধং খমতুতং, মে ভন্তে সংঘো।
২। দুতিয়ম্পি বন্দামি, ভন্তে সংঘং দ্বারত্তয়েন কতং,
সব্বং অপরাধং খমতুতং, মে ভন্তে সংঘো।
৩। ততিয়ম্পি বন্দামি, ভন্তে সংঘং দ্বারত্তয়েন কতং,
সব্বং, অপরাধং খমতুতং, মে ভন্তে সংঘো।

৩। ভিক্ষু-বন্দনা

১। ওকাস বন্দামি, ভন্তে দ্বারত্তয়েন কতং-
সব্বং, অপরাধং খমতুতং, মে ভন্তে।
২। দুতিয়ম্পি বন্দামি ভন্তে, দ্বারত্তয়েন কতং
সব্বং অপরাধং, খমতুতং, মে ভন্তে।
৩। ততিয়ম্পি বন্দামি ভন্তে, দ্বারত্তয়েন, কতং
সব্বং অপরাধং খমতুতং, মে ভন্তে।

৪। আচার্য গুরু বন্দনা

১। সুবিনীতং সুসি কখিতং, সমসিক্খা পদসস কং,
দিস্তাতানং করিত্তান মিত্তমচ্চে সুপরিচয়ং,
দেতি, পঞ্চ গুণ সুতং, তং আচরিয়ং নমামি।

৫। পিতা বন্দনা

১। বুদ্ধিকারো অলিঙ্গিত্তা চুম্বিত্তা পিয়পুত্তকং
সিক্খা পেতিনানা সিপ্পং পিতু পাদং নমামহং।

৬। মাতা বন্দনা

১।দসমাসে উরেকত্বা খীরং পায়েত্বা বড্ঢেতি,
দিবা রত্তিং চ পোসেতি মাতু পাদং নমামহং।

৭। পূজা পদ্ধতি

১। পানীয় পূজা (উৎসর্গ)

১। অধিবাসেতু নো ভন্তে পানীয়ং পরিকপ্পিতং,
অনুকম্পং উপাদায় পটিগন্হাতু মুত্তমং।

২। আহার পূজা (উৎসর্গ)

১। অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং,
অনুকম্পং উপাদায় পটিগন্হাতু মুত্তমং।

৩। তাম্বুল পূজা

১। অধিবাসেতু নো ভন্তে তম্বুলং পরিকপ্পিতং
অনুকম্পং উপাদায় পটিগণ্হাতু মুত্তমং।

৪। পুষ্প পূজা

১। বন্নগন্ধ গুণোপেতং এতং কুসুম সন্ততিং
পূজয়ামি মুণিন্দসস সিরিপাদ সরোরুহে।

পূজেমি বুদ্ধং কুসুমেন তেন,-
পুঞ্ঞেন মে তেন চ হোতু মোক্খং।
পুপ্ফং মিলায়তি যথা ইদং মে-
কায়ো তথা যাতি বিনাসভাবং।

৫। সুগন্ধি ধূপ পূজা

১। গন্ধসম্ভার যুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা,
পূজয়ে পূজনেয্যন্তং পূজাভাজন মুত্তমং।

৬। গিলান প্রত্যয় পূজা

১। বন্ন-গন্ধ সমন্বিতং মধুরাদি রসসংযুতং,
নানা পানীয় ভেসজ্জেহি ইদং পূজং-
ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স উপনমিতং।
অনুকম্পং উপাদায় পটিগণ্হাতু মুত্তমং।

৭। প্রদীপ পূজা

১। ঘণসার প্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিন
তিলোক দীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদং।

শীল গ্রহণ পদ্ধতি

১। তিরতনেসু কায়েন বাচায় মনসাপি চ
পসাদেন কতং ভন্তে সব্বদোসং খমন্তু মে।

২। তেসু কতঞ্জলি কম্মসসানুভাবেন সব্বদা,
অজ্ঝত্তিকা চ বহিদ্ধা রোগা ছন্নবুতি বিধা।
৩। বত্তিং সকম্মকরণা পঞ্চবীসতি ভেরবা,
সোলসু পদ্দবা চাপি দণ্ডং দোসা দসট্ঠ চ।
৪। পঞ্চবেরানি চত্তারো অপায়চ তয়ো পিচ,
কপ্পাচ ইতি সব্বেতে বিনসসন্তু অসেসতো।
৫। ইচ্ছিতং পত্থিতং চাপি খিপ্পমেব সমিজ্ঝতু,
দীঘং চ হোতু মে আয়ু সংসারে সব্বজাতীসু।
৬। সংসারে সঞ্চরন্তো চ লভিত্বা লোকিয়ং সুখং,
নচিরং সগগং লদ্ধান নিব্বানং পাপুনিসসাহং।

আশীর্ব্বাদ

১। যো চ বুদ্ধং চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ বিপ্পসন্নেনচেতসা,
বন্দতি বন্দন-মান-পূজা-সক্খারভাজনং।
অভিবাদন শীলিসস নিচ্চং বুড্ঢা পচায়িনো,
চত্তারো ধম্মা বড্ঢন্তি আয়ুবণ্ণং সুখং বলং।
আয়ুরা রোগ্য সম্পত্তি সগগ সম্পত্তি মে'বচ,
অথোপি নিব্বান সম্পত্তি ইমিনা তে সমিজ্ঝতু।

অনুমোদন স্বীকৃতি - আম ভন্তে।

পঞ্চশীল প্রার্থনা

১। ওকাস অহং ভন্তে তিসরনেন সহ পঞ্চ সীলং ধম্মং
যাচামি অনুগগহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

২। দুতিয়ম্পি অহং ভন্তে তিসরনেন ..... সীলং দেথ মে ভন্তে
৩। ততিয়ম্পি অহং ভন্তে তিসরনেন .... যাচামি অনুগ্গহং কত্বা
সীলং দেথ মে ভন্তে।

শীল প্রদানে সম্মতি

যমহং বদামি তং বদেথ।
অনুমোদন (গ্রহণ স্বীকৃতি) আম ভন্তে।

বুদ্ধ-নমস্কার

নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স
(৩ বার)

ত্রিশরণগমণ

১। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি, দুতিয়ম্পি বুদ্ধং .....
ততিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ততিয়ম্পি ধম্মং .....
ততিয়ম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি।
তিসরণ গমণং সম্পুন্নং।
অনুমোদন আম ভন্তে।

পঞ্চশীল

১। পাণাতি পাতা বেরমনী সিক্খা পাদং সমাদিয়াছি।
২। অদিন্নাদানা বেরমনী সিক্খা পদং সমাদিয়া সি মি।

৩। কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমনী ..... য়ামি।
৪। মুসাবাদা বেরমনী সিক্খা পদং ..... য়ামি।
৫। সুরা-মেরায় মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমনী-দিয়ামি।

পালনোপদেশ

তিসরনেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং সাধুকং
সুরক্খিতং কত্বা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।
পালন স্বীকৃতি - আম ভন্তে - হাঁ প্রভু

অষ্টশীল প্রার্থনা

১। ওকাস অহং ভন্তে তিসরনেন সহ অট্ঠঙ্গ সমন্নাগতং
উপোসথসীলং ধম্মং য়াচামি অনুগ্গহং কত্বা
সীলং দেথ মে ভন্তে।
২। দুতিয়ম্পি অহং ভন্তে তিসরনেন সহ ..... পে:
৩। ততিয়ম্পি অহং ভন্তে তিসরনেন সহ অট্ঠঙ্গ
সমন্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং য়াচামি
অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

অষ্টশীল

১। পাণাতিপাতা বেরমনী সিক্খা পদং সমাদিয়ামি
২। অদিন্নাদানা বেরমনী সিক্খা পদং সমাদিয়ামি
৩। অব্রহ্ম চরিয়া বেরমনী সিক্খা পদং সমাদিয়ামি

৪। মুসা বাদা ..... পেঃ।
৫। সুরা মেরয় - মজ্জপমাদট্ঠানা ..... পেঃ।
৬। বিকাল - ভোজনা ..... পেঃ।
৭। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুকদসসন মালা-গন্ধ
বিলেপন ধারন মণ্ডন বিভুসনট্ঠানা বেরমনী-পেঃ।
৮। উচ্চসয়ন-মহামযন বেরমনী সিক্খা পদং
সমাদিয়ামি।

পরিত্রাণ প্রার্থনা

বিপত্তি পটিবাহায় সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া
সব্বদুক্খা বিনাসায় সব্বভয়-বিনাসায়
সব্ব রোগ-বিনাসায় ভবেদীঘায়ু দায়কং
চিত্তং উজুং করিত্বান পরিত্তং ব্রূথ মঙ্গলং।

দেবতা আমন্ত্রণ

১। সমন্তা-চক্কবালেসু অত্রাগচ্ছন্তু দেবতা
সদ্ধম্মং মুনীরাজসস, সুণন্তু সগগমোক্খদং
২। ধম্মসসবন কালো অয়ং ভদ্দন্তা। (৩বার)

গাথায় ত্রিশরণ গমণ

১। যো বদতং পবরো মনুজেসু
সক্যমুণী ভগবা কত কিচ্চো

পারগতো বল বীরিয় সমঙ্গী,
তং সুগতং সরণত্থ-মুপেমি।
২। রাগ বিরাগ মনেজ মসোকং,
ধম্ম মসঙ্খত মপ্পটি কূলং।
মধুর মিমং পগুণং সুবিভত্তং,
ধম্ম মিমং সরণত্থ মুপেমি।
৩। যত্থ চ দিন্নং মহপ্পফল মাহু,
চতুসু সুচীসু পুরিস যুগেসু,
অট্ঠ চ পুগগল ধম্ম দসাতে,
সঙ্ঘ মিমং সরণত্থ মুপেমি।

চুত্তমানব নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার শরণ গমন গাথা আবৃতি ফলে দস্যু হস্তে হত ক্ষণে এয়োত্রিংশ স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বুদ্ধের করুণায়।

(বিমানবস্তু)

(চুত্তমানব বিমান বর্ণনায়)

ভাবনা পর্ব

বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা

১। ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথী সত্থাদেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা'তি।

২। বুদ্ধং জীবিতং পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

৩। যে চ বুদ্ধা অতীতা চ, যে চ বুদ্ধা অনাগতা,
পচ্চুপ্পন্না চ যে বুদ্ধা, অহং বন্দামি সব্বদা।

৪। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, বুদ্ধো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

৫। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদ-পংসু-বরুত্তমং,
বুদ্ধে যো খলিতো দোসো, বুদ্ধো খমতু তং মমং।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

১। তিনি অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সদাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর, দমনযোগ্য পুরুষের সারথী, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান।

২। জীবনান্ত পর্যন্ত আমি বুদ্ধের নিকট শরণের জন্য যাচ্ছি।

৩। যে সব বুদ্ধ অতীত হয়েছেন, যে সব বুদ্ধ ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হবেন এবং যে সব বুদ্ধ বর্তমান কালে উৎপন্ন, সে সব বুদ্ধকে আমি সর্বদা বন্দনা করছি।

৪। বুদ্ধের শরণ ব্যতীত আমার অন্য কোন শরণ নেই। বুদ্ধই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শরণ। এ সত্য বাক্যের দ্বারা আমার জয় ও মঙ্গল হউক।

৫। আমার উত্তমাঙ্গের (মস্তকের) দ্বারা আমি পুরুষোত্তমের পদরজঃ বন্দনা করছি। বুদ্ধের প্রতি আমি অজ্ঞানতা বশতঃ যদি কোন পাপ করে থাকি, বুদ্ধ তাহা আমাকে ক্ষমা করুন।

ধর্মানুস্মৃতি ভাবনা

১। স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো সন্দিট্ঠিকো অকালিকো এহিপস্সিকো ওপনায়িকো পচচত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহী'তি।

২। ধম্মং জীবিতং পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

৩। যে চ ধম্মা অতীতা চ, যে চ ধম্মা অনাগতা,
পচচুপ্পন্না চ যে ধম্মা, অহং বন্দামি সব্বদা।

৪। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, ধম্মো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

৫। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং ধম্মঞ্চ ত্রিবিধং বরং
ধম্মে যো খলিতো দোসো ধম্মো খমতু তং মমং।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

১। ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং প্রত্যক্ষ করণীয়, কালনিরপেক্ষ, "এস এবং দেখ" বলার যোগ্য, বুদ্ধের উপনায়ক সদৃশ্য এবং বিজ্ঞগণ দ্বারা নিজে জ্ঞাতব্য।

২। জীবনান্ত পর্যন্ত আমি ধর্মের নিকট শরণের জন্য যাচ্ছি।

৩। যে সব ধর্ম অতীত হয়েছে, যে সব ধর্ম ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এবং যে সব ধর্ম বর্তমানে উৎপন্ন, সে সব ধর্মকে আমি সর্বদা বন্দনা করছি।

৪। ধর্মের শরণ ব্যতীত আমার অন্য কোন শরণ নেই। ধর্মই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শরণ। এই সত্য বাক্যের প্রভাবে আমার জয় ও মঙ্গল হউক।

আমি (পরিয়ত্তি, প্রতিপত্তি ও প্রতিবেধ) ত্রিবিধ ধর্মকে আমার উত্তমাঙ্গের (মস্তকের) দ্বারা বন্দনা করছি। ধর্মের প্রতি আমি অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কোন পাপ করে থাকি, ধর্ম তাহা আমাকে ক্ষমা করুন।

সঙ্ঘানুস্মৃতি ভাবনা

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো,
উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো,
ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো,
সামীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো।
যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্ঠ পুরিসপুগ্গলা
এস ভগবতো সাব্বসঙ্ঘো; আহুণেয্যো,
পাহুণেয্যো, দক্খিণেয্যো, অঞ্জলি করণীয্যো,
অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা'তি।
সঙ্ঘং জীবিতং পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।
যে চ সঙ্ঘা অতীতা চ, যে চ সঙ্ঘা অনাগতা,
পচচুপ্পন্না চযে সঙ্ঘা, অহং বন্দামি সব্বদা।
নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, সঙ্ঘো মে সরণং বরং,
এতেন সচচবজ্জেন হোতু মে জয় মঙ্গলং।
উত্তমঙ্গেন বন্দেহং সঙ্ঘঞ্চ দুবিধুত্তমং,
সঙ্ঘে যো খলিতো দোসো সঙ্ঘো খমতু তং মমং।

অনুবাদ ঃ—

ভগবানের শ্রাবক সঙ্ঘ উত্তম পথ প্রাপ্ত, সোজা পথ প্রাপ্ত, ন্যায় পথ প্রাপ্ত, সমীচীন বা উপযুক্ত পথ প্রাপ্ত। সে শ্রাবক-সঙ্ঘ চার

ভাগে বিভক্ত। এ চার ভাগ (মার্গ ও ফল ভেদে) আট পুরুষরূপে বিভক্ত। এ শ্রাবকসঙ্ঘ আহুতিলাভের উপযুক্তপাত্র, অভ্যাগতের ন্যায় আহার লাভের উপযুক্ত পাত্র, দক্ষিণা লাভের উপযুক্ত পাত্র, অঞ্জলি বদ্ধ করে প্রণাম করবার উপযুক্ত পাত্র এবং তাঁরা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য ক্ষেত্র।

২। জীবনান্ত পর্যন্ত আমি সঙ্ঘের নিকট শরণের জন্য যাচ্ছি।

৩। যে সব সঙ্ঘ অতীত হয়েছেন, যে সব সঙ্ঘ ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবেন এবং যে সব সঙ্ঘ বর্তমানে আছেন, আমি সর্বদাই সে সব সঙ্ঘকে বন্দনা করছি।

৪। সঙ্ঘ ব্যতীত আমার অন্য কোন শরণ নেই। সঙ্ঘই আমার শ্রেষ্ঠ শরণ। এই সত্য বাক্যের প্রভাবে আমার জয় ও মঙ্গল হউক।

৫। আমি দ্বিবিধ উত্তম সঙ্ঘকে বন্দনা করছি। সঙ্ঘের প্রতি আমি অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কোন পাপ করে থাকি, সঙ্ঘ আমাকে তাহা ক্ষমা করুন।

সীলানুস্সতি ভাবনা

(শীলানুস্মৃতি ভাবনা)

ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্সরতি, অখণ্ডানি অচ্ছিদ্দানি অসবলানি অকম্মাসানি ভুজিস্সানি বিঞ্ঞুপ্পসত্থানি অপরামট্ঠানি সমাধি সংবত্তনিকানী'তি।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এখানে অর্থাৎ বুদ্ধ শাসনে আর্যশ্রাবক নিজের শীলসমূহ বার বার স্মরণ করেন,—আমার শীলসমূহ অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অশবল অর্থাৎ দাগশূন্য,

অকল্মাষ অর্থাৎ নির্দোষ, ভূজিষ্য অর্থাৎ তৃষ্ণাধীন নহে, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, অপরামৃষ্ট অর্থাৎ তৃষ্ণা বা মিথ্যা দৃষ্টির প্রভাবে প্রভাবান্বিত নহে এবং সমাধি-সংবর্তক।

চাগানুস্সতি ভাবনা

(ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা)

ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা করার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সর্বদাই কিছু কিছু দান করার অভ্যাস করতে হবে এবং অন্য ব্যক্তিকেও নিজের দানের কার্যে সহযোগিতা দেয়ার জন্য উৎসাহী করতে হবে। তিনি এরূপ সংকল্প করবেন—"যত সামান্য—হউক না কেন প্রত্যহ কাকেও কিছু না কিছু না দিয়ে আমি অন্ন গ্রহণ করব না।" প্রত্যক দিন এরূপ সংকল্প করে তিনি গুণবান শীলবান দানার্থীকে সাধ্যমত দান করবেন। তাঁর নিজের এ দান কাজকে 'নিমিত্ত' করে সে ব্যক্তি নির্জনস্থানে গিয়ে গভীর একাগ্রতার সহিত নিম্নলিখিত উপায়ে ভাবনা করবেন।

"লাভা বত মে, সুলদ্ধং বত মে, যো'হং মচ্ছেরমল পরিযুট্ঠিতায় পজায় বিগতমল মচ্ছেরেন চেতসা বিহারামি। মুত্তা চাগো, পয়তপাণী, বোসগ্গরতো, যাচযোগো দান সংবিভাগরতো'তি।"

বঙ্গানুবাদ ঃ—

"ইহা বাস্তবিক আমার পক্ষে মহালাভ যে মাৎসর্যমল দ্বারা অভিভূত এই মনুষ্যগণের মধ্যে আমি মাৎসর্যহীনচিত্তে বাস করছি। উদার, শুদ্ধহস্ত, দানকার্যে আনন্দ চিত্ত, যাচকের অধিগম্য, দানকাজে অন্যকে অংশীদারী করতে আমি আনন্দিত।"

দেবতানুস্সতি ভাবনা

(দেবতানুস্মৃতি ভাবনা)

"ইধ অরিয়সাবকো দেবতা অনুস্সরতি, "সন্তি দেবা চাতুম্মহারাজিকা, সন্তি দেবা তাবতিংসা, সন্তি দেবা যামা, সন্তি দেবা তুসিতা, সন্তি দেবা নিম্মাণরতিনো, সন্তি দেবা পরনিম্মিত বসবত্তিনো, সন্তি দেবা ব্রহ্মকায়িকা, সন্তি দেবা তদুত্তরিং। যথারূপায় সদ্ধায় সমন্নাগতা তা দেবতা ইতো চুতা তত্থ উপ্পন্না, ময়হম্পি তথারূপা সদ্ধা সংবিজ্জতি। যথারূপেন সীলেন সুতেন চাগেন পঞ্ঞায় সমন্নাগতা তা দেবতা ইতো চুতা তত্থ উপ্পন্না, ময়হম্পি তথারূপং সীলং, সুতং, চাগো, পঞ্ঞা চ সংবিজ্জতী'তি। সদ্ধা অহম্পি ইতো চুতো তত্থ উপ্পন্নো ভবিস্সামি।"

বঙ্গানুবাদ ঃ—

"এখানে অর্থাৎ বুদ্ধ শাসনে আর্যশ্রাবক দেবতাদের বার বার স্মরণ করেন—"চাতুর্মহারাজিক নামক স্বর্গবাসী দেবগণ আছেন, ত্রয়োত্রিংশ নামক স্বর্গবাসী দেবগণ আছেন, যাম নামক স্বর্গবাসী দেবগণ আছেন, তুষিত নামক স্বর্গবাসী দেবগণ আছেন, নির্মাণরতি নামক স্বর্গবাসী দেবগণ আছেন, পরনির্মিত বশবর্তী নামক স্বর্গবাসী দেবগণ আছেন, ব্রহ্মকায়িকা নামক ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ আছেন, তদুপরিস্থ দেবগণও আছেন। যেরূপ শ্রদ্ধায় বিভূষিত হয়ে সে সব দেব ইহলোক হতে চ্যুত হয়ে মৃত্যুর পর তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, আমারও যেরূপ শ্রদ্ধা সম্যকরূপে বিদ্যমান আছে। যেরূপ শীল, শ্রুতি বা বিদ্যা, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা দ্বারা বিভূষিত হয়ে সে সব দেব ইহলোক হয়ে চ্যুত হতে মৃত্যুর পর তথায় উৎপন্ন হয়েছেন 'সেরূপ আমারও শীল, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা সম্যকরূপে বিদ্যমান আছে। অবশ্যই আমিও ইহলোক হতে চ্যুত হয়ে মৃত্যুর পর তথায় উৎপন্ন হব।"

ত্রিপিটকের দীর্ঘ নিকায় এবং অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে এই ছয়টি অনুস্মৃতি ভাবনাকে "অনুস্সতিট্ঠান" নামে উল্লেখ আছে। বিশুদ্ধিমার্গ নামক গ্রন্থে মরণানুস্মৃতি, কায়গতানুস্মৃতি, আনাপানুস্মৃতি এবং উপশমানুস্মৃতি প্রভৃতি চার অনুস্মৃতি ভাবনা সহ মোট দশটা অনুস্মৃতি ভাবনার উল্লেখ আছে। অনুস্মৃতি ভাবনার বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিশুদ্ধিমার্গ দ্রষ্টব্য। মরণানুস্মৃতি ভাবনায় ইচ্ছুক ব্যক্তি মৃত যে কোন আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন, শত্রুমিত্র, শত্রু ও নহে মিত্র ও নহে এমন কারও অথবা নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে ও চিন্তা করতে পারবেন না। তিনি কোন নির্জন স্থানে গিয়ে মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবনা করবেন। "মরণং ভবিস্সতি, জীবিতিন্দ্রিয়ং উপচ্ছিজ্জিস্সতি' অর্থাৎ "মৃত্যু হবেই জীবিতিন্দ্রিয়ের সমুচ্ছেদ হবেই" অথবা সংক্ষেপে "মরণ, মরণ" বলে স্মৃতি সংবেগজ্ঞান স্থির করে তাঁকে মনে মনে জপ করতে হবে। উহাতে উপচার ধ্যান লাভ করা যায়। কায়গতানুস্মৃতি কোন গুরুর নিকট খুদ্দকপাঠ গ্রন্থের "দ্বত্তিংসাকার" মুখস্থ করে অভ্যাস করতে হয়। আনাপানানুস্মৃতি ভাবনা অভ্যাস করার জন্য মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অথবা বিশুদ্ধি মার্গ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। উপশমানুস্মৃতি ভাবনা অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে ধ্যানবর্গে দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধিমার্গে আনাপানুস্মৃতি ভাবনার পর উপশমানুস্মৃতি ভাবনার উল্লেখ আছে। উপশমানুস্মৃতি ভাবনা বলতে "সব্ব-দুকখ-উপসম" অর্থাৎ সকল দুঃখের উপশম নির্বাণ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। উপশমানুস্মৃতি ভাবনাকারী কোন নিরিবিলি স্থানে গিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে ভাবনা করবেন।

"যাবতা ভিক্খবে ধম্মা সংখতা বা অসংখতা বা বিরাগো তেসং ধম্মানং অগ্গংক্খায়তি, যদিদং মদনীম্মদনো, পিপাসবিনয়ো, আলয় সমুগঘাতো, বট্টুপচ্ছেদো, তণহাক্খয়ো, বিরাগো, নিরোধো, নিব্বাণন্তি,।"

"ভিক্ষুগণ! সংস্কৃত অসংস্কৃত ধর্মের মধ্যে বিরাগই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। সরূপ অহংকার দমন, তৃষ্ণামুক্ত, আলয় বা আসক্তির নির্মূল, জন্ম মৃত্যুর বলয় সাধন, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ প্রভৃতিই নির্বাণ।"

অভিণহ পচ্চবেক্খণ পাঠো

(অভিন্ন প্রত্যবেক্ষণ পাঠ)

(নিত্য ভাবনা)

জরা ধম্মোম্হি জরং অনতীতো, ব্যাধি-ধম্মোম্হি ব্যাধিং অনতীতো, মরণধম্মোম্হি মরণং অনতীতো, সব্বেহি মে পিয়েহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো, কম্মস্স কোম্হি, কম্মদায়াদো, কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণো, যং কম্মং করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা দায়াদো ভবিস্সামি।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আমি জরা ধর্মের অধীন, জরাকে অতিক্রম করতে পারবো না। আমি ব্যাধির অধীন, ব্যাধিকে অতিক্রম করতে পারবোনা। আমি মরণের অধীন, মরণকে অতিক্রম করতে পারবো না। আমার সকল প্রিয়জন ও মনোহর বস্তু হতে অবশ্যই একদিন না একদিন আমাকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি স্বীয় কর্মের অধীন, আমি কর্মের দায়াদ বা উত্তরাধিকারী, কর্ম আমার পাপপুণ্য প্রদানের উৎস (যোনি), কর্ম আমার বন্ধু, আমার সকল পাপপুণ্য কর্মাশ্রিত। আমি কল্যাণ বা পুণ্য যে কর্ম করি না কেন, সে কর্মের দায়াদ বা ফলভোগী হব।

মেত্তা ভাবনা

(মৈত্রী ভাবনা)

১। অহং অবেরো হোমি, অব্যাপজ্জো হোমি, অনিঘো হোমি, সুখী অত্তানং পরিহরামি। অহং বিয় ময়হং আচারিয়ুপজ্ঝায়া, মাতা-পিতরো, হিতসত্তা, মজ্ঝত্তিকসত্তা, বেরীসত্তা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্খা মুঞ্চন্তু, যথালব্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মস্সকা।

ইমস্মিং বিহারে (গেহে) ইমস্মিং গোচর গামে (নগরে) ইমস্মিং জনপদে ইমস্মিং বঙ্গদেশে ইমস্মিং জম্বুদ্বীপে, ইমস্মিং চক্কবালে, ইস্মরজনা সীকট্‌ঠক দেবতা, সব্বে সত্তা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্‌খা মুঞ্চন্তু, যথালব্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু, কম্মস্‌সকা।

পুরত্থিমায় দিসায়, দক্‌খিণায় দিসায়, পচ্ছিমায় দিসায়, উত্তরায় দিসায়, পুরত্থিমায় অনুদিসায়, দক্‌খিণায় অনুদিসায়, পচ্ছিমায় অনু-দিসায়, উত্তরায় অনুদিসায়, হেট্‌ঠিমায় দিসায়, উপরিমায় দিসায়, সব্বে সত্তা, সব্বে পাণা, সব্বে ভূতা, সব্বে পুগ্‌গলা, সব্বে অত্তভাব পরিয়াপন্না, সব্বা ইত্থিয়ো, সব্বে পুরিসা, সব্বে অরিয়া, সব্বে অনরিয়া, সব্বে দেবা, সব্বে মনুস্‌সা, সব্বে অমনুস্‌সা সব্বে বিনিপাতিকা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্‌খা মুঞ্চন্তু, যথালব্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু, কম্মস্‌সকা।

পুরত্থিমস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তে পি মং অনুরক্‌খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
দক্‌খিণস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তে পি মং অনুরক্‌খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
পচ্ছিমস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তে পি মং অনুরক্‌খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
উত্তরস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তে পি মং অনুরক্‌খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
পুরত্থিসে ধতরট্‌ঠো দক্‌খিণেন বিরুল্‌কো,
পচ্ছিমেন বিরূপক্‌খো কুবেরো উত্তরং দিসং,
চত্তারো তে মহারাজা লোকপালা যস্‌সসিনো,
তে পি মং অনুরক্‌খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

১। আমি শত্রুহীন, বিপদহীন, রোগীহীন হই এবং নিজে সুখী হয়ে অবস্থান করি। আমার ন্যায় আমার আচার্য, উপাধ্যায়, মাতাপিতা, উপকারীগণ, মধ্যস্থ সত্ত্বগণ ও বৈরীভাবাপন্ন সত্ত্বগণ শত্রুহীন হোক, বিপদহীন, নীরোগ সুখী ও দুঃখমুক্ত হোক। যথাকর্ম লব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হউক। সমস্ত সত্ত্ব কর্মাধীন।

২। এই বিহারে (গৃহে), এই বিচরণ গ্রামে (নগরে) এই জনপদে, এই বঙ্গদেশে, এই জম্বুদ্বীপে, এই চক্রবালে ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ, সীমান্ত দেবতাগণ এবং সমস্ত সত্ত্ব শত্রুহীন হউক, বিপদহীন, নীরোগ, সুখী ও দুঃখ মুক্ত হউক। যথাকর্ম লব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হউক। সমস্ত সত্ত্ব কর্মাধীন।

৩। পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকস্থ, পূর্ব, দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর অনুদিকস্থ, উর্ধ ও অধোদিকস্থ যে সকল সত্ত্ব, প্রাণী, জীব, ব্যক্তি, দেহধারী, স্ত্রী, পুরুষ, আর্য, অনার্য, দেবতা, মনুষ্য, অমনুষ্য ও নারকীয় প্রাণী আছে, তারা সকলেই শত্রুহীন হউক, বিপদহীন হোক, নীরোগ হউক, সুখে বাস করুক এবং দুঃখমুক্ত হউক। যথাকর্ম লব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হউক। সমস্ত সত্ত্ব কর্মাধীন।

৪। পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে মহাপ্রভাবশালী যে সকল দেবতা আছেন, তাঁরা আমাকে নীরোগে এবং সুখে রক্ষা করুন। পূর্বদিকে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণ দিকে বিরুলহক, পশ্চিম বিরূপক্ষ এবং উত্তর দিকে কুবের নামে চারজন যশস্বী লোকপাল মহারাজা আছেন। তাঁরাও আমাকে নীরোগে ও সুখে রক্ষা করুন।

অনিত্য ভাবনা

১। অনিচ্চা বত সংখারা—উপ্পাদ - বয় ধম্মিনো,
উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি—তেসংবুপসমোসুখো।
২। সব্বে সত্তা মরন্তি চ— মরিংসু চ মরিস্সরে,
তথেবাহং মরিস্সামি— নত্থি মে এত্থসংসয়ো'ত।

বঙ্গানুবাদঃ—

(১) সংস্কারসমূহ একান্তই অনিত্য, উদয়বিলয়ধর্মী, উৎপন্ন হয়ে ধ্বংস হয়। ইহাদের (উদয়ব্যয়ের) উপশমই সুখ।

(২) সকল প্রাণী মরছে, মরেছিল এবং মরবে। সেরূপ আমিও মরব; এতে কোন সংশয় নেই।

ভাবনাপর্বে দশ প্রকার অনুস্মৃতি ভাবনায় সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নিত্য ভাবনার জন্য "অভিণ্হ পচ্চবেক্খন পাঠো' বা অভিন্ন পর্যবেক্ষণপাঠ, "মেত্তা ভাবনা" বা জগতের সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ভাবনা এবং "অনিত্য ভাবনা" অন্তর্ভুক্ত করে ভাবনা শিক্ষা প্রাথমিক স্তরগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

পুণ্যদান অনুমোদন

১। ইদং বো ঞাতীনং হোতু, সুখিতা হোন্তু ঞাতয়ো,
ইদং বো ঞাতীনং হোতু, সুখিতা হোন্তু ঞাতয়ো,
ইদং বো ঞাতীনং হোতু, সুখিতা হোন্তু ঞাতয়ো।
২। উন্নমে উদকং বট্টং, যথা নিন্নংপবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং, পেতানং উপকপ্পতি।

৩। যথা বারি বহা পূরা, পরিপূরেন্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং, পেতানং উপকপ্পতি।

৪। এতাবতা চ অম্হেহি, সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং,
সব্বে দেবা অনুমোদন্তু সব্ব-সম্পতি সিদ্ধিয়া।

৫। এতাবতা চ অম্হেহি, সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং,
সব্বে সত্তা অনুমোদন্তু, সব্ব-সম্পতি সিদ্ধিয়া।

৬। এতাবতা চ অম্হেহি, সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং,
সব্বে ভূতা অনুমোদন্তু, সব্ব-সম্পতি সিদ্ধিয়া।

৭। আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা, দেবনাগা মহিদ্ধিকা,
পুঞ্ঞ্ঞংতং অনুমোদিত্বা, চিরং রক্খন্তু সাসনং।

৮। আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা, দেবনাগা মহিদ্ধিকা,
পুঞ্ঞ্ঞংতং অনুমোদিত্বা, চিরংরক্খন্তু দেসনং।

৯। আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা, দেবনাগা মহিদ্ধিকা,
পুঞ্ঞ্ঞংতং অনুমোদিত্বা, চিরংরক্খন্তু সংপরং।

১০। ইমিনা পুঞ্ঞ্ঞকম্মেন, মা মে বালা সমাগমো,
সতং সমাগমো হোতু, যাব নিব্বাণপত্তিয়া।

১১। ইদং মে পুঞ্ঞ্ঞং আসবক্খয়বহং হোতু,
ইদং মে পুঞ্ঞ্ঞং নিব্বাণস্স পচ্চয়ো হোতু'তি।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

১। এই (সঞ্চিত) পুণ্য আমাদের জ্ঞাতিগণের হউক, জ্ঞাতিগণ সুখী হউক। ৩ বার

২। উচ্চস্থান হতে জলধারা যেমন নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, সেরূপ এ পুণ্য রাশি ও প্রেতদিগের নিকট উপনীত হউক।

৩। নদী যেমন জলপূর্ণ হয়ে ক্রমে সাগরকে পরিপূর্ণ করে, সেরূপ এ পুণ্যরাশি ও প্রেতগণের নিকট উপনীত হউক।

৪/৫/৬ আমাদের দ্বারা এ যাবৎ যে সব পুণ্যরাশি সঞ্চিত হয়েছে, তাহা সমস্ত দেবতা, ভূত ও নাগগণ অনুমোদন করে আমাদের সব সুখ সম্পদ সিদ্ধ করুক।

৭/৮/৯ আকাশস্থিত, ভূমিস্থিত মহাঋদ্ধি সম্পন্ন দেব-নাগগণ এই পুণ্যরাশি অনুমোদন করে বুদ্ধশাসন, বুদ্ধ দেশিও-প্রজ্ঞাপ্ত ধর্ম, আমাকে ও অপর সকলকে চিরকাল রক্ষা করুক।

১০। এ পুণ্যকর্মের দ্বারা যাবৎ আমি নির্বাণ সাক্ষাৎ লাভ না করি, তাবৎ অসতের সহিত আমার সমাগম না হউক, (কিন্তু) সতের সহিত আমার সমাগম হউক।

১১। এই পুণ্যপ্রভাবে অচিরে আমার তৃষ্ণাসক্তি ক্ষয় হউক এবং এই পুণ্য আমার নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার হেতু হউক।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

দ্বিতীয় ভাগ

খুদ্দক পাঠ

—০—

সরণত্তয়ং

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি,
ধম্মং সরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।
দুতিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি,
দুতিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি,
দুতিয়ম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।
ততিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি,
ততিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি,
ততিয়ম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

বঙ্গানুবাদ ঃ— ত্রিশরণ। (১)

আমি বুদ্ধের নিকট শরণের জন্য যাচ্ছি। (২)

আমি ধর্মের নিকট শরণের জন্য যাচ্ছি। (৩)

আমি সঙ্ঘে নিকট শরণের জন্য যাচ্ছি। (৪)

দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার আমি বুদ্ধের নিকট, ধর্মের নিকট এবং সঙ্ঘের নিকট শরণের জন্য যাচ্ছি।

(১) ভগবান তথাগত বুদ্ধ স্বয়ং ত্রিশরণগমনের কথা বলেছেন। জগতে যশ প্রমুখ ৬১ জন অহরত্ব প্রাপ্তির পর বুদ্ধ বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য এবং জগতের মঙ্গলের জন্য সদ্ধর্ম প্রচারকল্পে বারাণসীর ঋষিপতনের মৃগদাবে ভিক্ষুদিগকে ত্রিশরণ উচ্চারণ করে প্রব্রজ্যার্থীদিগকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(২) "বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি"র বাংলা আমরা "আমি বুদ্ধের নিকট শরণের জন্য যাচ্ছি" করেছি। ব্যাকরণে গতার্থে দ্বিতীয়া হওয়ায় √গম্ ধাতুর পর 'বুদ্ধং' এবং 'সরণং' দু'টা কর্মকারক রয়েছে। এখানে 'বুদ্ধ' মুখ্য এবং "শরণ" গৌণ। বুদ্ধই আমার শরণ বা আশ্রয়। তাই বুদ্ধের নিকট পৌছতে পারলেই আশ্রয়ের কথা আসে। বৌদ্ধদের পরম ও চরম লক্ষ্য নির্বাণের যাত্রাপথে বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘ অভয়দাতা, বিশ্বাস-যোগ্য এবং নির্ভরশীল— এই অর্থে আশ্রয় প্রার্থনা বা শরণাগমন।

(৩) বুদ্ধ বলেছেন—"চতুসচ্চ বিনিমুত্তো ধম্মো নাম নত্থি," অর্থাৎ চতুরার্য সত্য ব্যতীত কোন ধর্মই হতে পারে না। বুদ্ধ অগ্‌গপসাদ সুত্তে আরও বলেছেন—"ধর্ম সমূহ সম্বন্ধে যে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছা যাক না কেন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ-ই অগ্রগণ্য।"

(৪) চতুরার্য সত্য যে সকল ব্যক্তিগণ ধারণ করেন তাঁদের সঙ্ঘ বলা হয় এবং সঙ্ঘ এমন কতকগুলি ব্যক্তি নিয়ে গঠিত যাঁদের ভিক্ষু জীবনের লক্ষ্য সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক শীলের সমন্বয়ে সমন্বিত (সংঘটতা)।

—পরমত্থজ্যোতিকা।

দসসিক্‌খাপদং

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

২। অদিন্না দানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

৩। অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

৫। সুরামেরয়মজ্জপ্পমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

৬। বিকালভোজনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

৭। নচ্চগীতবাদিত-বিসূকদস্‌সনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

৮। মালাগন্ধ বিলেপন-ধারণমণ্ডন-বিভূসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

৯। উচ্চসয়না-মহাসয়না বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

১০। জাতরূপ-রজতপটিগ্‌গহনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

দশশিক্ষণীয়পদ—(১)

১। প্রাণী-হত্যা (২) হতে বিরত থাকব— এ শিক্ষাপদ সম্যকভাবে গ্রহণ করছি।

২। অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকব—এ শিক্ষাপদ সম্যকভাবে গ্রহণ করছি।

৩। অব্রহ্মচর্য আচরণ হতে বিরত থাকব—এ শিক্ষাপদ সম্যকভাবে গ্রহণ করছি।

৪। মিথ্যাভাষণে বিরত থাকব— এ শিক্ষাপদ সম্যকভাবে গ্রহণ করছি।

৫। সুরা, মদ, নেশাজাতীয় প্রভৃতি প্রমাদ পরায়ণ বস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকব—এ শিক্ষাপদ সম্যকভাবে গ্রহণ করছি।

৬। বিকালে ভোজন গ্রহণে বিরত থাকব—এ শিক্ষাপদ সম্যকভাবে গ্রহণ করছি।

'তি-বাদ্য এবং বিকৃত প্রদর্শনী-দর্শন হতে বিরত থাকব—এ 'দ সম্যকরূপে গ্রহণ করছি।

৮। বিভূষণের কারণে মাল্য-গন্ধ-বিলেপনীয় ধারণ করা ও মণ্ডন করা হতে বিরত থাকব—এ শিক্ষাপদ সম্যকভাবে গ্রহণ করছি।

৯। উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা গ্রহণ হতে বিরত থাকব— এ শিক্ষাপদ সম্যক-ভাবে গ্রহণ করছি।

১০। স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ হতে বিরত থাকব—এ শিক্ষাপদ সম্যকভাবে গ্রহণ করছি।

---

(১) দশ শিক্ষনীয়পদ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে রাহুল স্থবিরকে প্রব্রজ্যা প্রদানের পর শ্রাবস্তীতে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থানকালে বলেছিলেন—"ভিক্ষুগণ, আমি শ্রমণেরদের জন্য দশ শিক্ষা-পদ অনুজ্ঞা করছি এবং এ শিক্ষাপদগুলি তারা অনুশীলন করবে।"

(২) প্রাণী বল্‌তে বৈদিক সাহিত্যে প্রাণবায়ু বা নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা জীবনধারী সত্ত্বদের বুঝায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে জীবিতেন্দ্রিয়ের স্বভাব লক্ষণকে প্রাণী বলা হয়েছে। জীবিতেন্দ্রিয়ের স্বভাব লক্ষণে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হয়। সহজ কথায় যে সকল সত্ত্ব স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাদেরকে প্রাণী বলা হয়।

—০—

দ্বত্তিং সাকারং

অত্থি ইমস্মিং কায়ে—কেসা লোমা নখা দন্তা তচো মংসং নহারু অট্‌ঠি অট্‌ঠি মিঞ্জং বক্কং হদয়ং যকনং কিলোমকং পিহকং পপ্‌ফাসং অন্তং অন্তগুণং উদরিয়ং করীসং পিত্তং সেমহং পুব্বো লোহিতং সেদো মেদো অস্সু বসা খেলো সিংঘাণিকা লসিকা মুত্তং মত্থকে মত্থলুঙ্গং'তি।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বত্রিশ আকার শারীরিক দ্রব্য (১)—এ শরীরে কেশ লোম নখ দাঁত

ত্বক মাংস স্নায়ুাদি (২) অস্থি অস্থিমজ্জা বৃক্ক (৩) হৃদয় যকৃত ক্লোম (৪) প্লীহা ফুসফুস অন্ত্র অন্ত্রগুণ (৫) উদয়—করীষ পিত্ত শ্লেষ্মা পূঁয লোহিত স্বেদ মেদ অশ্রু চর্বি থুথু সিকনি লসিকা (৬) মুত্র মস্তকে মস্তিষ্ক আছে।

---

(১) আমাদের শরীরে ৩২ প্রকার আকার বা শারীরিক দ্রব্য আছে। এগুলি জীবিত অবস্থায় ও অশুচি, মৃতাবস্থায় ও অশুচি। ইহাই কায়-গতানুস্মৃতি বা অশুচি ভাবনা। ভারতীয় যোগসাধনায় ভগবান তথাগত বুদ্ধই সর্বপ্রথম কায়গতানুস্মৃতি ভাবনার প্রবর্তন করেন। অন্যান্য কোন যোগসাধনায় কায়গতানুস্মৃতির কথা উল্লেখ নেই। বুদ্ধ বলেছেন—"একধম্মো ভিক্খবে ভাবিতো বহুলীকতো মহতো সংবেগায় সংবত্ততি, মহতো অত্থায়সংবত্ততি, মহতো যোগক্খেমায় সংবত্ততি, সতিসম্পজঞ্ঞায় সংবত্ততি, ঞানদস্সনপটি লাভায় সংবত্ততি, দিট্ঠ-ধম্ম সুখবিহারায় সংবত্ততি, বিজ্জাবিমুক্তিফল সচ্ছিকিরিয়ায় সংবত্ততি। কতমো একধম্মো? কায়গতাসতি।" "এ ভিক্ষুগণ, একধর্ম-ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসংবেগের হেতু হয়ে থাকে, মহান অর্থের হেতু হয়ে থাকে, মহাযোগক্ষেমের হেতুহয়ে থাকে, মহতী স্মৃতি সম্প্রজ্ঞার হেতুহয়ে থাকে, মহান জ্ঞানদর্শন প্রতিলাভের হেতু হয়ে থাকে, দৃষ্টি-ধর্ম-সুখবিহারের হেতু হয়ে থাকে, বিদ্যাবিমুক্তিফল সাক্ষাৎ ক্রিয়ার হেতু থাকে। 'এ' একধর্ম কোনটা? কায়গতানুস্মৃতি।" কায়গতানুস্মৃতি সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে আলোচনা আছে।

(২) নহারু—সংস্কৃত স্নায়ু শব্দ হতে উৎপন্ন। এখানে মাংস ও অস্থির মধ্যস্থিত সকল দ্রব্যকে বুঝানো হয়েছে। "ছবি চম্ম মংস নহারু অট্ঠি অট্ঠিমঞ্জ" ব্যাখ্যায় এ অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। তাই নহারু

বলতে স্নায়ু, শিরা, উপশিরা এবং অস্থির সহিত সংযুক্ত পেশীতন্তুকেও বুঝায়।

(৩) বৃক্ক—অর্থ মুত্রাশয়।

(৪) ক্লোম—ঝিল্লির আবরণ। হৃদয়, ফুসফুস বৃক্ক প্রভৃতি দেহাঙ্গের আবরণকে প্রতিচ্ছন্ন ক্লোম বলা হয় এবং শরীরে ত্বকে নীচে সকল মাংসের আবরণকে অপ্রতিচ্ছন্ন ক্লোম বলা হয়।

(৫) অন্তগুণ—শরীরের ক্ষুদ্র অন্তকে সঠিক অবস্থানে রাখবার উদরের ঝিল্লির ভাঁজকে অন্তগুণ বলে।

৬। লসিকা—গ্রন্থির অভ্যন্তরে তৈল জাতীয় পদার্থ।

—০—

কুমার পঞ্হং

১। এক নাম কিং? সব্বে সত্তা আহারট্ঠিতিকা।

২। দ্বে নাম কিং? নামঞ্চ রূপঞ্চ।

৩। তীনি নাম কিং? তিস্সো বেদনা।

৪। চত্তারি নাম কিং? চত্তারি অরিয় সচ্চানি।

৫। পঞ্চ নাম কিং? পঞ্চ পাদানক্খন্ধা।

৬। ছ নাম কিং? ছ অজ্ঝত্তিকানি আয়তনানি।

৭। সত্ত নাম কিং? সত্ত বোজ্ঝঙ্গা।

৮। অট্ঠ নাম কিং? অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকোমগ্গো।

৯। নব নাম কিং? নব সত্তা বাসা।

১০। দস নাম কিং? দসহ' অঙ্গেহি সমন্নাগতো অরহা'তি পবুচ্চতি।

বঙ্গানুবাদঃ— কুমার প্রশ্ন (১)

। এক কি? সকল জীব আহারেই প্রতিষ্ঠিত। (২)

২। দুই কি? নাম ও রূপ। (৩)

৩। তিন কি? তিন প্রকার বেদনা। (৪)

৪। চার কি? চার আর্য সত্য।

৫। পাঁচ কি? পাঁচ উপাদান স্কন্ধ।

৬। ছয় কি? ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন।

৭। সাত কি? সাত বোধ্যঙ্গ।

৮। আট কি? আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ।

৯। নয় কি? নব সত্তাবাস।

১০। দশ কি? দশবিধ অঙ্গ বা ধর্ম বিভূষিত অরহৎ।

---

(১) বুদ্ধের ধর্মদেশনাকে চারভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা—

(ক) সুত্তনিক্খেপ—প্রয়োজনবোধে ধর্মদেশনা।

(খ) অত্তজ্ঝাসয়—বক্তার ইচ্ছানুসারে ধর্মদেশনা।

(গ) পরজ্ঝাসয়—শ্রোতার ইচ্ছানুসারে ধর্মদেশনা।

(ঘ) পুচ্ছাবসিক— জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ধর্মদেশনা।

কুমার প্রশ্ন বুদ্ধ ধর্মদেশনায় প্রয়োজন মনে করে সোপক নামক সপ্তবর্ষীয় অরহতকে উপসম্পদা প্রদানকালে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত করেছিলেন বলে কুমার প্রশ্ন নামে অভিহিত।

(২) আহার চার প্রকার। যথা— (ক) কবলীকৃত আহার বা ভক্ষণীয় দ্রব্যাদি (খ) স্পর্শ আহার (গ) চেতনা আহার ও (ঘ) বিজ্ঞান আহার।

(৩) নাম বলতে সংজ্ঞা, সংস্কার ; বেদনা ও বিজ্ঞান এ চার স্কন্ধ এবং রূপ বলতে রূপস্কন্ধ বুঝায়।

(৪) বেদনা তিন প্রকার— সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা।

(৫) চার আর্য সত্য— (ক) দুঃখ আর্য সত্য (খ) দুঃখের কারণ। (গ) দুঃখ নিরোধ (ঘ) দুঃখ নিরোধের উপায় বা আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ।

(৬) পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ—রূপ উপাদান, সংজ্ঞা উপাদান, সংস্কার উপাদান, বেদনা উপাদান ও বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধকে বুঝায়।

(৭) ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন— চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, স্পর্শ ও মন আয়তনকে বুঝায়।

(৮) সপ্ত বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা প্রভৃতি সপ্ত বোধ্যঙ্গ।

(৯) আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি বুঝায়।

(১০) নব সত্ত্বাবাস—(ক) নানাকায় নানা সংজ্ঞা বিশিষ্ট সত্ত্বাদের আবাস।

(খ) নানাকায় এক সংজ্ঞা বিশিষ্ট সত্ত্বদের আবাস।

(গ) এক কায় নানা সংজ্ঞা বিশিষ্ট সত্ত্বদের আবাস।

(ঘ) এক কায় এক সংজ্ঞা বিশিষ্ট সত্ত্বদের আবাস।

(ঙ) অসংজ্ঞ বা সংজ্ঞাহীন সত্ত্বদের আবাস।

(চ) আকাশ অনন্ত আয়তন উপগত সত্ত্বদের আবাস।

(ছ) বিজ্ঞান আয়তন উপগত সত্ত্বদের আবাস।

(জ) অকিঞ্চনায়তন উপগত সত্ত্বদের আবাস।

(ঝ) নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন উপগত সত্ত্বদের আবাস।

(১০) দশবিধ অঙ্গে বিভূষিত অরহৎ (ক) অশৈক্ষ্য সম্যক দৃষ্টি (খ) অশৈক্ষ্য সম্যক সংকল্প (গ) অশৈক্ষ্য সম্যক বাক্য (ঘ) অশৈক্ষ্য সম্যক কর্ম (ঙ) অশৈক্ষ্য সম্যক আজীব (চ) অশৈক্ষ্য সম্যক

ব্যায়াম (ছ) অশৈক্ষ্য সম্যক স্মৃতি (জ) অশৈক্ষ্য সম্যক সমাধি (ঝ) অশৈক্ষ্য সম্যক জ্ঞান এবং (ঞ) অশৈক্ষ্য সম্যক বিমুক্তি।

—শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ষু

মঙ্গল সুত্তং

—০—

এবং মে সুত্তং—একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায় রত্তিয়া অভিক্কন্তবন্না কেবল্কপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেন উপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায় অজ্ঝভাসি,

১। বহু দেবা মনুস্সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং,
আকঙ্খমানা সোত্থানং, ব্রূহি মঙ্গল মুত্তমং।

২। অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা,
পূজা চ পূজনেয্যানং; এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৩। পতিরূপ দেসবাসো চ পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা,
অত্তসম্মাপনিধি চ; এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৪। বহু সচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ বিনয়ো চ সুসিক্খিতো
সুভাসিতা চ য়াবাচা; এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৫। মাতাপিতু উপট্ঠানং, পুত্তদারস্স সঙ্গহো,
অনাকুলা চ কম্মন্তা; এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৬। দানঞ্চ ধম্মচরিয়ঞ্চ ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো,
অনবজ্জানি কম্মানি; এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৭। আরতি বিরতি পাপা মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো,
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু; এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৮। গারবো চ নিবাতো চ সন্তুট্‌ঠী চ কতঞ্‌ঞুতা,
কালেন ধম্মসরনং ; এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৯। খন্তি চ সোবচস্‌সতা সমনাঞ্চ দস্‌সনং,
কালেন ধম্মসাকচ্ছা ; এতং মঙ্গল মুত্তমং।

১০। তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্‌সনং।
নিব্বান সচ্ছি কিরিয়া চ ; এতং মঙ্গল মুত্তমং।

১১। ফুট্‌ঠস্‌স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং ; এতং মঙ্গল মুত্তমং।

১২। এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থ-ম-অপরাজিতা,
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি ; তং তেসং মঙ্গল মুত্তমং'তি।

বঙ্গানুবাদ ঃ— মঙ্গল সূত্র

আমি এরূপ শুনেছি, (১)— এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী নামক প্রসিদ্ধ নগরের অন্তর্গত জেতবন নামক উদ্যানে শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক-নির্মিত বিহারে অবস্থান করতেছিলেন। এক সময় এক রজনীর অন্তিম যামে অন্যতর মনোহর জ্যোতির্ময় এক দেবতা সমগ্র জেতবন আলোকিত করে যেখানে ভগবান বুদ্ধ আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবান বুদ্ধকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে স্থিত হলেন। এক পার্শ্বে দাঁড়ায়ে সে দেবতা বিশিষ্টতাব্যঞ্জক গাথা-ছন্দে নিবেদন করলেন,—

১। ভগবন, স্বস্তি (মঙ্গল) কামী (১) দেব-মানবগণ সর্ব মঙ্গল সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করতেছেন (২)। স্বস্তি-প্রদ সে উত্তম মঙ্গল সমূহ বর্ণনা করুন।

। বালদিগের (মূর্খদের) (৩) সেবা না করা, পণ্ডিতদের সেবা করা, পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা করা— এসব উত্তম মঙ্গলজনক বিষয়।

৩। প্রতিরূপ দেশে (৪) বাস করা, পূর্বজন্মের কৃতপুণ্যে পুণ্যবান হওয়া এবং নিজকে সম্যক পথে পরিচালিত করা— এসব উত্তম মঙ্গলজনক বিষয়।

৪। বহুশ্রুত জ্ঞান লাভ করা, বহু প্রকার শিল্প শিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য ভাষণ করা—এ সব উত্তম মঙ্গলজনক বিষয়।

৫। মাতাপিতার সেবা শুশ্রূষা করা। স্ত্রী পুত্রের উপকার করা, অনাকুল (নিষ্পাপ) (৫) কর্ম— এসব উত্তম মঙ্গলজনক বিষয়।

৬। দান দেওয়া, ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতিদের উপকার করা, নিরবদ্য (নির্দোষ) কর্ম করা— এ সব উত্তম মঙ্গলজনক বিষয়।

৭। পাপ কর্মে অনাসক্তি ও বিরাগ, মদ্যাদি নেশা পানে সংযম এবং অপ্রমাদের সহিত ধর্মাচরণ করা— এ সব উত্তম মঙ্গলজনক বিষয়।

৮। গৌরবযোগ্য ব্যক্তিকে গৌরব করা, বয়োবৃদ্ধের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা, যথা লব্ধ বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, কৃতজ্ঞ হওয়া এবং যথাকালে ধর্ম শ্রবণ করা— এ সব উত্তম মঙ্গলজনক বিষয়।

৯। ক্ষমাশীল হওয়া, গুরুজনের আদেশ পালনে সুবাধ্যতা, শ্রমণগণের দর্শন লাভ এবং যথাকালে ধর্মালোচনা করা—এ সব উত্তম মঙ্গলজনক বিষয়।

১০। পাপতপ্ত ধ্বংস করার জন্য তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্যা, আর্য সত্য প্রত্যক্ষ করা এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করা-- এ সব উত্তম মঙ্গলজনক বিষয়।

১১। আট প্রকার লোকধর্মে (৭) পিষ্ট হয়েও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, শোকহীন, পাপরজঃ বিহীন হওয়া এবং নিরাপদ থাকা— এ সব উত্তম মঙ্গলজনক বিষয়।

১২। এ সব মঙ্গলজনক বিষয়াদি (৮) সম্পাদন করে দেব মানবগণ সব বিষয়ে জয়লাভ করেন এবং সর্বত্র নিরাপদে জীবন যাত্রানির্বাহ করেন— ইহাও তাঁদের পক্ষে উত্তম মঙ্গল।

(১) প্রথম সঙ্গীতিতে মহাকাশ্যপ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বুদ্ধসেবক আনন্দ মহাকাশ্যপ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে সুত্তের প্রারম্ভে 'আমি এরূপ শুনেছি' বলেছিলেন। এরূপ বলা উদ্দেশ্য হল সুত্তের নিহিত উক্তিগুলি বুদ্ধ বচন বলে উপস্থিত করা এবং সুত্তের প্রামাণ্য বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদন করা।

(২) বহু দেব-মানব জগতের সত্যিকার মঙ্গল সম্বন্ধে বার বৎসর ধরে চিন্তা করে আস্‌তেছেন। দশসহস্র চক্রবালের ব্রহ্মলোক পর্যন্ত মঙ্গল কি তা নিয়ে 'কোলাহল' উৎপন্ন হয়েছিল। 'কোলাহল' পাঁচ প্রকার—(১) কল্প কোলাহল—শত সহস্র তৎপর এই জগতের প্রলয় হবে বলে কোলাহল। (২) চক্রবর্তী রাজা কোলাহল—শতবৎসর পর জগতে চক্রবর্ত্তী রাজার আবির্ভাব হবে বলে কোলাহল (৩) বুদ্ধ কোলাহল—সহস্র বৎসর পর জগতে সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব বলে কোলাহল। (৪) মঙ্গল কোলাহল— বার বৎসর পর সম্যক সম্বুদ্ধ মঙ্গল ব্যাখ্যা করবেন। এবং (৫) মৌন ব্রত কোলাহল— সাত বৎসর পর জনৈক ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করে মৌন ব্রত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন বলে কোলাহল।

(৩) অমঙ্গল দুরীকরণ মানসে পরমপুরুষ বুদ্ধ 'বালানং অসেবনা' পদটি মঙ্গলসুত্রে প্রথম উল্লেখ করেছেন। যেহেতু—"যানি কানিচি ভয়ানি উপ্‌পজ্জন্তি সব্বানি তানি বালতো উপ্‌পজ্জন্তি, নো পণ্ডিতো তো।" "জগতে যাহা কিছু ভয়, উপদ্রব, অনুরায় ও বিপদ উৎপন্ন হয়, সমস্তই বাল বা মুর্খ হতে উৎপন্ন হয়, পণ্ডিত হতে উৎপন্ন হয় না" পূতিমৎস্য যে পাত্রের দ্বারা রন্ধন করা হয় সে পাত্র পূতিগন্ধময় হয়, অসৎ সেবীর অবস্থাও তাদৃশ প্রদুষ্ট হয়। তাই বলা হয়েছে,—

.বালং ন পস্সে, ন শুনে, ন চ বালেন সংবাসে,
বালেন অল্লাপ-সল্লাপং নকরে, ন চ রোচয়ে।"

"বালকে দেখবে না, বালের কথা বর্ণপাত করবে না, তার সহিত একত্রে বাস করবে না। আলাপসালাপ ও করবে না। তার বাক্যে ও রুচী উৎপাদন করবে না।" যেহেতু—

'অনযং নয়তি দুম্মেধো অধুরায়ং নিযুঞ্জতি,
দুন্নযো সেয্যসো হোতিসম্মাবুত্তা পকুপ্পতি,
বিনয়ং সো ন জানাতি সাধু তস্স অদস্সনং,'।

দুর্মতি পারায়ণ ব্যক্তি অন্যায় পথে নিয়ে যায়, কুপথে নিযুক্ত করায়, খারাপ বল্লে ভাল মনে করে, উচিত কথা বল্লে রেগে যায়। সে নম্রতা কি জানে না, তাদৃশ ব্যক্তির অদর্শনই সাধু।"—অঙ্গুত্তর নিকায়, এক নিপাত।

(৪) প্রতিরূপ দেশ বল্‌তে যে দেশে ভিক্ষু পরিষদ, ভিক্ষুনী পরিষদ, উপাসক পরিষদ এবং উপাসিকা পরিষদ প্রভৃতি চার পরিষদ বিদ্যমান, দান শীলাদি পুণ্য ক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পাদন করা যায় এবং নবাঙ্গ সত্থুশাসন বিদ্যমান আছে, সে দেশকে বুঝায়।

(৫) অনাকুল কর্ম— অকুশল কর্মপথ বর্জন করে কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্যাদি নিরাকুল কর্মের কথা বুঝানো হয়েছে।

(৬) নির্দোষ কর্ম বলতে উপোসথব্রত পালন, সামাজিক মঙ্গলকর্ম সম্পাদন, বৃক্ষরোপণ, বাগান স্থাপন এবং সেতু নির্মাণ প্রভৃতি কর্ম বুঝায়। এসব কর্মে বিজ্ঞগণ অবিরত প্রশংসা করেন, কোন নিন্দা বাক্য বলেন না।

(৭) লোকধর্ম—আট লোকধর্ম। যথা— লাভ— অলাভ, যশ—অযশ, নিন্দা—প্রশংসা, সুখ—দুঃখ। এই আট প্রকার লোকধর্মে অর্হত্ব প্রাপ্ত ক্ষীনাসবের চিত্ত কম্পিত হয়না, অন্যদের চিত্ত কম্পিত হতে পারে।

ভগবান বুদ্ধ দেবতা ভাষিত গাথা সহ মোট বারটি গাথায় ৩৮টি মঙ্গলের কথা বলেছেন। এ মঙ্গলজনক কর্মসমূহ সর্বত্র স্কন্ধমার, ক্লেশ-মার, অভিসংস্কারমার ও দেবপুত্র মার ইত্যাদি চার মারের নিকট অপরাজিত থাকে এবং জীবন যাত্রা নিরাপদ রাখে।

—শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির

রতনং সুত্তং

১। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যাণিব অন্তলিক্খে।
সব্বে ব ভূতা সুসনা ভবন্তু
অথো পি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং।

২। তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সব্বে
মেত্তং করোথ মানুসিয়া পজায়।
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং
তস্মা হি নে রক্খথ অপ্পমত্তা।

৩। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা,
সগে্গসু বা যং রতন পণীতং।
ন নো সমং অত্থি তথাগতেন
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৪। খয়ং বিরাগং অমতং পণীতং,
যদজ্ঝগা সক্যমুনী সমাহিতো।
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি

ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৫। যং বুদ্ধসেট্‌ঠো পরিবণ্ণয়ী সুচিং
সমাধিমানন্তরিকঞ্‌ঞমাহু।
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৬। যে পুগ্‌গলা অট্‌ঠসতং পসত্থা
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি।
তে দক্‌খিনেয্যা যুগতস্‌স সাবকা,
এতেসু দিন্নানি মহপ্‌ফলানি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৭। যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্‌হেন,
নিক্‌কামিনো গোতম সাসনম্‌হি
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয়্‌হ
লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতন পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৮। যথিন্দখীলো পঠবিং সিতো সিয়া,
চতুব্‌ভি বাতেভি অসম্পকম্পিয়ো।
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি,
যো অরিয়সচ্চানি অবেচ্চ পস্‌সতি।

ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৯। যে অরিয় সচ্চানি বিভাবয়ন্তি,
গম্ভীরপঞ্ঞেন সুদেসিতানি।
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভূসপ্পমত্তা
ন তে ভবং অট্ঠমং আদিয়ন্তি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১০। সহাবস্স দস্সন সম্পদায়,
তয়স্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি।
সক্কায়দিট্ঠি বিচিকিচ্ছি তঞ্চ
সীলব্বতং বা'পি যদত্থি কিঞ্চি।
চতুহপায়েহি চ বিপ্পমুত্তো
ছ চা'ভিট্ঠানানি অভব্বো কাতুং।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতন পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১১। কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা,
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছাদায়
অভব্বতা দিট্ঠ-পদস্স বুত্তা
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১২। বনপ্পগুম্বে যথা ফুস্সিতগ্গে,
গিম্হান মাসে পঠমস্মিং গিম্হে।

তথূপমং ধম্মবরং অদেসয়ী,
নিব্বাণগামিং পরমং হিতায়।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৩। বরো বরঞ্ঞূ বরদো বরাহরো
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসয়ী।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৪। খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং।
তে খীণবীজা অবিরূল্হিচ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথা'য়ং পদীপো
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৫। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্স পূজিতং
বুদ্ধং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।

১৬। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভূম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে
তথাগতং দেবমনুস্স পূজিতং
ধম্মং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।

১৭। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে

তথাগতং দেবমনুস্‌স পূজিতং
সঙ্ঘং নমস্‌সাম সুবত্থি হোতু।

বঙ্গানুবাদঃ— রতন সুত্র (১)

১। ভূমিবাসী এবং আকাশবাসী (২) যে সত্ত্বগণ এখানে সমবেত হয়েছেন, সকলেই সন্তুষ্টচিত্ত হউক। সকলে আমায় ভাষিত বাক্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

২। (যেহেতু সকল সত্ত্বগণ এখানে সমাগত) তদ্বেতু হে সত্ত্বগণ, আমার বাক্য মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। মানব জাতির প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ কর। যেহেতু মানুষেরা দিবারাত্রি তোমাদের উদ্দেশ্যে পুণ্য প্রদান (৩) করতেছে, যেহেতু তা'দিগকে অপ্রমত্ত-ভাবে রক্ষা কর।

৩। মনুষ্য লোকে বা পরলোকে যত প্রকার সম্পদ আছে অথবা স্বর্গ-রাজীতে যে সকল পরম রত্ন আছে, কোনটিই তথাগত বুদ্ধের সমান নহে। এ বুদ্ধের মধ্যে পরমভাব প্রণীত অর্থাৎ বুদ্ধই সমস্ত রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন। এ সত্য বাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক। (৬)

৪। শাক্যমুনি (লোভদ্বেষমোহ) ক্ষয় করে (আলম্বন ও সংযোগাদি আসক্তির প্রতি) নিরাসক্ত হয়ে শ্রেষ্ঠতর অমৃত ধর্ম অবগত হয়েছেন। এ ধর্মই সকল রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন। এ সত্য বাক্য প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক।

৫। বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ যে পবিত্র সমাধির প্রশংসা করেছেন, যার ফল মার্গ লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়, সে সমাধির সমান অন্য কোন সমাধি নেই। এ ধর্ম সকল রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠরত্ন। এ সত্য বাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক।

৬। যে আট ব্যক্তি সৎপুরুষ কর্তৃক প্রশংসিত, তাঁরা মার্গস্থ ও ফলস্থ

হিসাবে চার জোড়। সেই সুগতের শ্রাবকগণ দক্ষিণার উপযুক্ত পাত্র। তাঁ'দিগকে দান দিলে মহাফল লাভ হয়। এ সঙ্ঘই সকল রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক।

৭। যাঁরা নিষ্কাম এবং গৌতম বুদ্ধের শাসনে স্থিরচিত্তে নিবিষ্ট তাঁরা অমৃতে ডুব দিয়ে বিনা মূল্যে লব্ধ নির্বাণ সুখ ভোগ করতেছেন। এ সঙ্ঘ রত্নই সকল রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক।

৮। ইন্দখীল যেমন মাটিতে সুদৃঢ় ভাবে প্রোথিত হলে চার দিকের বায়ুতে কম্পিত হয়না, সেরূপ যিনি প্রজ্ঞা চক্ষুতে আর্যসত্য দর্শন করেছেন, তিনিই তদনুরূপ। এ সঙ্ঘরত্নই সকল রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক।

৯। গভীর প্রাজ্ঞ বুদ্ধ কর্তৃক সুদেশিত চার আর্যসত্য যাঁরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে প্রকাশ করেন, তাঁরা অত্যন্ত প্রমাদ বহুল হলেও আট বারের অধিক জন্মগ্রহণ করেন না। এ সঙ্ঘ রত্ন সকল রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক।

১০। জ্ঞান দর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই স্রোতাপন্ন ব্যক্তির সৎকায় দৃষ্টি, (৬) বিচিকিৎসা (৭) ও শীলব্রত (৮) এ তিন ধর্ম পরিত্যক্ত হয়। তাঁরা চার অপায় (৯) হতে মুক্ত হন এবং ছয় প্রকার মহাপাপ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। এ সঙ্ঘ রত্ন সকল রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠরত্ন। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক।

১১। তিনি (সেই স্রোতাপন্ন ব্যক্তি) কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা সামান্যতম পাপকর্ম করলেও তা' গোপন করতে পারেন না। কারণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে পাপ গোপন অসম্ভব। এ সঙ্ঘ রত্নই সকল রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠরত্ন। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক।

১২। গ্রীষ্মকালে প্রথম মাসে বনে ও প্রগুল্মে বৃক্ষ লতাদির শাখা সহ প্রস্ফুটিত ফুলে যেমন শোভাযুক্ত হয়, যেরূপ ভগবান বুদ্ধ জগতের পরম হিতের জন্য নির্বাণগামী শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনা করেছেন। এ বুদ্ধ রত্ন সকল রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক।

১৩। বর (শ্রেষ্ঠ) বরজ্ঞ (নির্বাণজ্ঞ) বরদ (বিমুক্তি সুখদাতা) বর (উত্তম প্রতিপদা) আহরণকারী অনুত্তর বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রচার করেছেন। এ বুদ্ধ রত্ন সব চাইতে শ্রেষ্ঠ রত্ন। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক।

১৪। যাঁদের পুরাতন কর্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, কোন কর্ম উৎপত্তির হেতু নাই ; যাঁদের তৃষ্ণা ক্ষয় হেতু ভবিষ্যৎ জন্ম গ্রহণের হেতু বিনষ্ট হয়েছে, সে ক্ষীণবীজ তৃষ্ণাবিমুক্ত অর্হৎগণ নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় নির্বাপিত হন। এ সঙ্ঘ রত্ন সকলের রত্নের চাইতে শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক।

১৫। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র বল্লেন—আকাশবাসী ও ভূমিবাসী যে সকল ভূতগণ এখানে সমবেত হয়েছেন, আসুন আমরা সকলে দেব মনুষ্যের পূজিত বুদ্ধকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের মঙ্গল হউক।

১৬। ১৭। এই গাথাদ্বয় ১৫ নম্বর গাথার মত। কেবল 'ধর্মকে' ও সঙ্ঘকে এই মাত্র প্রভেদ।

১। রতন সূত্র— এক সময় অনাবৃষ্টির ফলে শস্য উৎপাদনে ক্ষতি হওয়াতে বৈশালীতে দুর্ভিক্ষ, অমনুষ্যসম্ভূত ভয় এবং বিবিধ রোগ—এ ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হয়েছিল। তৎকালীন বৈশালীর লিচ্ছবিগণ তাদের মঙ্গলার্থে মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধকে আমন্ত্রণ করে আনেন। বুদ্ধ বৈশালীতে

পদার্পণ করে আনন্দস্থবিরকে রতন সুত্ত আবৃত্তি করার জন্য নির্দে দিয়েছিলেন। বুদ্ধের আগমনে এবং রতন সুত্র আবৃত্তির সাথে সাথেই বৈশালী হতে এ'ত্রিবিধ ভয় অন্তর্হিত হয়েছিল।

(২) ভূমিবাসী ও আকাশবাসী সত্ত্বগণ—এখানে সিনেরু পর্বতকে কেন্দ্র করে দেবতাদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—(১) ভূমিবাসী দেবতা যে সকল দেবতা সিনেরু পর্বত হতে পৃথিবী পর্যন্ত স্থানে অর্থাৎ যাম স্বর্গের নিম্নে ভূমি, তরুলতা, পর্বতাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁদের ভূমিবাসী দেবতা বলা হয়েছে। (২) আকাশবাসী দেবতা-যে সকল দেবতা যাম স্বর্গ হতে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত আকাশে নিজ নিজ বিমানে অবস্থান করেন, তাঁদের আকাশবাসী দেবতা বলা হয়েছে।

(৩) পুণ্য প্রদান—'বলিং হরন্তি' বল্‌তে বলি অর্থাৎ পূজার অর্ঘ সরবরাহ করা বুঝায়। এখানে 'পুণ্য প্রদানই' অনুবাদ করা হচ্ছে। বলি বা পূজার অর্ঘ দুই প্রকার। যথা— (১) দিবা বলি ও (২) রাত্রি বলি। (১) দিবাবলি—মাটী বা কাঠের তৈরী যে কোন প্রকার দেব প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে দেবোৎদ্দেশ্যে পুষ্পাদি দিয়ে পূজা করাকে দিবা-বলি বলে। (২) ধূপ, দীপ, পুষ্পাদি দিয়ে তিরত্নকে পূজা করত সমস্ত রাত্র ধর্মোপদেশ পাঠ করায়ে দেবতাদের উদ্দেশ্য যে পুণ্য দান করা ও অনুমোদন করা হয়, তাকে রাত্রিবলি বলে।

(৪) রতন—যে বস্তু রতি উৎপাদন করে (নয়তি বা জনয়তি), সে বস্তুই রতন বা রত্ন। রতন বা রত্নের অনেক গুণ। যথা—(১) বহু জন কতৃক উচ্চ প্রশংসিত (২) অতি মূল্যবান (৩) উহাকে সকলে গুরুত্ব দিয়ে থাকে (৪) বিরল এবং (৫) কেবল মাত্র মহাজন কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

(৫) এ প্রথম তিনটা গাথা পাঠের সাথে সাথেই বৈশালীর ত্রিবিধ ভয় অন্তর্হিত হয়েছিল। অনেকের মতে তথাগত বুদ্ধ শুধু এই তিনটা গাথাই আবৃত্তি করেছিলেন। রতন সুত্রের বাকী অংশ আনন্দস্থবিরই আবৃত্তি করেছিলেন। তবে সমস্ত সুত্র বুদ্ধই দেশনা করেছিলেন।

(৬) সৎকায় দৃষ্টি—ব্যক্তিগত পঞ্চস্কন্ধ বিশিষ্ট কায়ই সৎ বা শাশ্বত এবং সার ; এ'রূপ বদ্ধমূল ধারনা বা বিশ্বাসকে সৎকায়দৃষ্টি বলে।

(৭) বিচিকিৎসা— অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে নিজের সত্ত্বা সম্বন্ধে সংশয়।

(৮) শীলব্রত—শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা কিংবা ব্রত মানসাদির দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধিতে ও মুক্তি লাভে বিশ্বাস।

(৯) চার অপায়—অবীচি, তীর্যক, প্রেত ও অসুর।

(১০) ছয় প্রকার মহাপাপ—মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ হত্যা, বুদ্ধপাদ হতে রক্তপাত, অন্যধর্ম গ্রহণ ও সঙ্ঘভেদ।

শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির

তিরোকুড্ড সুত্তং

১। তিরোকুড্ডেসু তিট্‌ঠন্তি সন্ধি—সিঙ্ঘাটকেসু চ,
দ্বারবাহাসু তিট্‌ঠন্তি আগন্তান সকং ঘরং।

২। পহুতে অন্নপানম্‌হি খজ্জভোজ্জে উপট্‌ঠিতে,
ন তেসং কোচি সরতি সত্তানং কম্মপচ্চয়া।

৩। এবং দদন্তি ঞাতীনং যে হোন্তি অনুকম্পকা,
সুচিং পণীতং কালেন কপ্পিয়ং পানভোজনং।
ইদং বো ঞাতীনং হোতু, সুখিতা হোন্তু ঞাতয়ো।

১০। শোক, পরিবেদন, দুঃখ প্রভৃতি অনুশোচনা দ্বারা প্রেতগণের উপকার সাধিত হয় না। জ্ঞাতীগণের অবস্থা অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

১১। আমার এ প্রদত্ত দক্ষিণা সঙ্ঘক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। জ্ঞাতীগণের দীর্ঘকাল হিত সাধনের নিমিত্ত ইহা তাদের নিকট যথাস্থানে উপস্থিত হয়।

১২। এভাবে জ্ঞাতীধর্ম প্রদর্শিত হল।
জ্ঞাতীগণের প্রতি সম্মান বা পূজা করা হল।
ভিক্ষুদেরকে শক্তি প্রদত্ত হল।
তোমাদেরও যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চিত হল।

---

(১) তিরোকুড্ড সুত্র—তিরো অর্থ বাহিরে, দুরে অথবা পিছনে। কুড্ড অর্থ বাঁশের কঞ্চির বেড়া অথবা মাটী নির্মিত দেওয়াল। তিরোকুডড অর্থ দেওয়ালের বাহিরে অথবা বেড়ার পিছনে ইত্যাদি। তিরোকুডড সূত্রের ইংরেজী করা হয়েছে The without-the walls-Discourse। জ্ঞাতি প্রেতগণের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে প্রদত্ত বিম্বিসার রাজার দানানুমোদনের সময় মহাকারুণিক বুদ্ধ 'তিরোকুড্ড সূত্র' দেশনা করেছিলেন। ৯২ কল্প পূর্বে জগতে ''ফুসস'' সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। তৎকালীন রাজা জয়সেন অতীব বুদ্ধভক্ত ছিলেন। রাজার তিন ছেলে একবার বুদ্ধ সেবার আয়োজন করেন। যারা এ রাজপুত্রদের বুদ্ধ সেবায় শ্রদ্ধার সহিত অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ৯২ কল্প কাল স্বর্গসুখভোগ করেছিলেন এবং বর্তমানকল্পে গৌতম বুদ্ধের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আর যাঁরা বুদ্ধ সেবায় বিরোধিতা করে এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গোলযোগের সৃষ্টি করেছিল, তারা ৯২ কল্প নারকীয় দুঃখ ভোগ করে বর্তমান কল্পে কশ্যপবুদ্ধের সময় প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়েছিল। কশ্যপবুদ্ধ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে গৌতম বুদ্ধের সময় তাদের জ্ঞাতী বিম্বিসার রাজা দানানুমোদন করলে তারা

প্রেতলোক হতে উদ্ধার পাবে। এ প্রেতগণের উদ্দেশ্যে বিম্বিসার রাজার দানানুমোদনের সময় বুদ্ধ তিরোকুডড সূত্র দেশনা করেন। জ্ঞাতীগণের উদ্দেশ্যে দান করা হলে শুধুমাত্র প্রেতলোকে উৎপন্ন জ্ঞাতীগণ এই দান পাবেন; অন্য কোন লোকে উৎপন্ন জ্ঞাতীগণ এ দান পাবেনা। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ জানুশ্রোনি ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন যে নারকীয় জ্ঞাতীগণ, প্রাণীলোকে উৎপন্ন জ্ঞাতীগণ অথবা পুনঃ মনুষ্যলোকে উৎপন্ন সত্ত্বগণ, স্বর্গবাসী দেবগণ জ্ঞাতীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান পাবে না। শুধু প্রেতলোকে উৎপন্ন জ্ঞাতীগণ এ দান পাবে। বুদ্ধ আরও বলেছেন,—"ইহা অসম্ভব ব্রাহ্মণ, ইহা হতে পারেনা যে এ অনন্ত জন্ম জন্মান্তরে প্রেতলোকে কারও আত্মীয় শূন্য হবে অথবা কোন পুণ্য দান নিষ্ফল হবে।"

—ভিক্ষু এইচ, সুগতপ্রিয়।

নিধিকণ্ড সুত্তং

১। নিধিং নিধেতি পুরিসো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
অত্থে কিচ্চে সমুপ্পন্নে অত্থায় মে ভবিস্সতি।

২। রাজতো বা দুরুত্তস্স চোরতো পীলিতস্স বা,
ইণস্স বা পমোকখায় দুবভিকখে আপদাসু বা,
এতদত্থায় লোকস্মিং নিধি নাম নিধীয়তে।

৩। তাব সুনিহিতো সন্তো গম্ভীরে ওদকন্তিকে
ন সব্বো সব্বদা এব তস্স তং উপকপ্পতি।

৪। নিধি বা ঠানা চবতি সঞ্ঞাবা'স্স বিমুয়হতি,
নাগা বা অপনামেন্তি যক্খা বাপি হরন্তি তং।

৫। অপ্পিয়া বাপি দায়াদা উদ্ধরন্তি অপস্সতো,

যদা পুঞ্ঞক্খয়ো হোতি সব্বে মেতং বিনস্সতি।

৬। যসস দানেন সীলেন সঞ্ঞমেন দমেন চ,
নিধি সুনিহিতো হোতি ইত্থিয়া পুরিসস্স বা।

৭। চেতিয়ম্হি চ সঙ্ঘে বা পুগগলে অতিথিসু বা
মাতরি পিতরি বাপি অথো জেট্ঠমহি ভারতি।

৮। এসো নিধি সুনিহিতো অজেয্যো অনুগামিকো,
পহায় গমনীয়েসু এতং আদায় গচ্ছতি।

৯। অসাধারণমঞ্ঞেসং অচোরাহরণো নিধি,
কয়িরাথ ধীরো পুঞ্ঞানি, যো নিধি অনুগামিক্যো।

১০। এস দেবমনুস্সানং সব্ব কামদো নিধি,
যং যদ এবা ভি পত্থেন্তি, সব্বমেতেন লব্ভতি।

১১। সুবণ্ণতা সুস্সরতা সুসণ্ঠানসুরূপতা,
আধিপচ্চপরিবারো সব্বমেতেন লব্ভতি।

১২। পদেসরজ্জং ইস্সরিয়ং চক্কবত্তিসুখম্পিয়ং
দেবরজ্জং পি দিব্বেসু সব্বমেতেন লব্ভতি।

১৩। মানুসিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ যা রতি,
যা চ নিব্বাণসম্পত্তি সব্বমেতেন লব্ভতি।

১৪। মিত্তসম্পদমাগম্ম যোনিসো বে পয়ুঞ্জতো,
বিজ্জাবিমুত্তি বসীভাবো সব্বমেতেন লব্ভতি।

১৫। পটিসম্ভিদা বিমোক্খা চ যা চ সাবকপারমী,
পচ্চেকবোধি বুদ্ধভূমি সব্বমেতেন লব্ভতি।

১৬। এবং মহিদ্ধিয়া এসা যদিদং পুঞ্ঞসম্পদা
তস্মা ধীরা পসংসন্তি পণ্ডিতা কতপুঞ্ঞন্তি।

বঙ্গানুবাদ ঃ— নিধিকণ্ড সূত্র (১)

১। অর্থাভাব উপস্থিত হলে "ইহা আমার প্রয়োজনে আসবে" এ চিন্তা করে লোকে ধনরত্ন (২) গভীর জলের সন্নিহিত গর্তে প্রোথিত করে রাখে।

২। রাজার দৌরাত্ম্য, চোরের উৎপীড়ন, ঋণ, দুর্ভিক্ষ, আপদ-বিপদ হতে মুক্তির নিমিত্ত ধন প্রোথিত করা হয়ে থাকে।

৩। গভীর জলস্পর্শী গর্তে উত্তমরূপে প্রোথিত থাকলেও উহার সমুদয় অংশ সকল সময়ে অধিকারীর উপকারে আসেনা।

৪। ধন স্থানচ্যুত হয়, ইহার স্মৃতিচিহ্ন বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে, নাগেরা স্থানান্তরিত করতে পারে অথবা যক্ষেরা হরণ করতে পারে।

৫। অপ্রিয় উত্তরাধিকারিগণ অজ্ঞাতসারে তুলে নিতে পারে; যখন পুণ্যক্ষয় হয়, তখন উহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

৬। স্ত্রী পুরুষের দান, শীল, সংযম ও ইন্দ্রিয় দমন জনিত সঞ্চিত ধনই প্রকৃত সুনিহিত নিধি। (৩)

৭। চৈত্য প্রতিষ্ঠা, সঙ্ঘসেবা, পুদ্গল, অতিথি, মাতাপিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবায় নিয়োজিত ধনই সুনিহিত নিধি।

৮। এরূপ ধনই প্রকৃত সুনিহিত, অজেয় এবং অনুগামী। অন্য সব সম্পদ ত্যাগ করে ইহাই পরলোকে অনুগামী হয়।

৯। ইহাতে অন্যের অধিকার নেই, ইহা চোরে হরণ করতে পারে না। যে পুণ্যসম্পদ পরলোকে অনুগমন করে বিজ্ঞ ব্যক্তির সে পুণ্যনিধি সঞ্চয় করা কর্তব্য।

১০। এ ধন দেব নরগণের সকল কামনা পূর্ণ করে, যাহা প্রার্থনা করা হয়। ইহা দ্বারা সকল প্রার্থিত লাভ হয়।

১১। সুবর্ণ বর্ণ শরীর, সুমধুর কণ্ঠস্বর, সুগঠিত দেহ, সুশ্রী রূপ ও পারিবারিক আধিপাত্য ইহা দ্বারা লাভ হয়।

১২। রাজত্ব, ঐশ্বর্য রাজচক্রবর্তী সুখ, দিব্য লোকে দেব-রাজসুখ, ইহা দ্বারা লাভ হয়।

১৩। মনুষ্য লোকে মনুষ্য সম্পত্তি, দেবলোকের দেব সম্পত্তি এবং নির্বাণ সম্পত্তি, সব কিছু এতদ্বারা লাভ হয়।

১৪। জ্ঞাতি মিত্র সম্পদের অধিগম, সজ্ঞানে ধ্যানাভ্যাস করে বিদ্যা; বিমুক্তি বশ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয় ইহা দ্বারা লাভ হয়।

১৫। চার প্রতিসম্ভিদা, আট বিমোক্ষ, শ্রাবক পারমী, প্রত্যেক বুদ্ধত্ব, সম্যক সম্বোধি প্রভৃতি ইহা দ্বারা লাভ হয়।

১৬। ধীর ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এরূপ মহাঋদ্ধি সম্পন্ন পুণ্যক্রিয়া সম্পাদনের উচ্চ প্রশংসা করে থাকেন।

১। এক সময় শ্রাবস্তীর জনৈক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে পিণ্ড দানে নিয়োজিত ছিলেন। সে সময়ে কোশলরাজের অর্থের প্রয়োজন হলে তিনি শ্রাবস্তীর সেই শ্রেষ্ঠীকে ডেকে পাঠালেন। শ্রেষ্ঠী সংবাদ পেয়ে দূতকে বল্লেন "বন্ধুবর, আপনি এখন চলে যান। আমি পরে আসব। এ মুহূর্তে আমি পরম ধন নিহিত করতে ব্যস্ত।" অতঃপর বুদ্ধ ভোজন কৃত্য সমাপ্ত করে দানাদি পুণ্য সম্পদকে যথার্থ নিধি বলে নিধিকণ্ড সূত্র দেশনা করেছিলেন।

২। নিধি বা সম্পদ চার প্রকার। যথা (১) স্থাবর সম্পদ (২) জঙ্গম সম্পদ (৩) গুপ্তাঙ্গ বা অর্থকরী সম্পদ ও (৪) অনুগামী সম্পদ। স্থাবর সম্পদ—গর্তে প্রোথিত স্বর্ণ রৌপ্য বা জায়গা জমি প্রভৃতি যে সম্পদ এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা যায়না তাহাই

স্থাবর সম্পদ। জঙ্গম সম্পদ—স্ত্রীপুত্র, দাসদাসী, হাতি ঘোড়া, গরু ছাগল প্রভৃতি যে সকল সম্পদ এক স্থান হতে অন্য স্থানে আনা নেওয়া করা যায়, সেগুলি জঙ্গম সম্পদ। গুপ্তাঙ্গ বা অর্থকরী বিদ্যা—যে শিল্প বা বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ যেতে পারা যায়, সেগুলিকে গুপ্তাঙ্গ বা অর্থকরী বিদ্যা বলে। অনুগামী সম্পদ—দানাদি পুণ্য কর্ম করলে তাহা মৃত্যুর পর অনুগামী হয়। উহাদিগকে অনুগামী সম্পদ বলে।

৩। বৌদ্ধ সাহিত্যে সৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্বাহে আয় ব্যয়ের একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। যেমন—

"একেন ভোগে ভুঞ্জেয্য, দ্বীহি কম্মংপয়োজায়,
চতুত্থংহি নিধাপেয্য, আপদেসু ভবিস্সতি।"

"উপার্জিত আয়ের অর্থ চার ভাগ করে এক ভাগ স্ত্রীপুত্র সহ উপভোগ করবে, দুই ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করবে, চতুর্থভাগ আপদ বিপদের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে।" এই আপদবিপদের জন্য সঞ্চয় রাখা পদ্ধতি হল—"যস্স দানে....." প্রভৃতি সুনিহিত ধন।

—শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় মহাস্থবির।

মেত্তসুত্তং

১। [illegible]ত্থকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজু চ সুজু চ সুবচো চ'স্স মুদু অনতিমানী।

২। সন্তুস্সকো চ সুভরো চ অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিযো চ নিপকো চ অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো

৩। ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্ঞূ পরে উপবদেয্যুং
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু, সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা।

৪। যে কেচি পাণাভূতাত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্‌ঝিমা রস্‌সকা অণুকথুলা।

৫। দিট্‌ঠা বা যে বা অদিট্‌ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা।

৬। ন পরো পরং নিকুব্বেথ নাতিমঞ্‌ঞেথ কত্থচি নং কঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্‌ঞা নাঞ্‌ঞমঞ্‌ঞস্‌স দুক্‌খমিচ্ছেয্য।

৭। মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরক্‌খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

৮। মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

৯। তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

১০। দিট্‌ঠঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্‌সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয্য গেধং ন হি জাতু গব্‌ভসেয্যং পুনরেতী'তি।

বঙ্গানুবাদ— মৈত্রী সূত্র (১)

১। সে শান্তপদ অর্থাৎ নির্বাণ সম্বন্ধে অবগত হয়ে আপন কল্যাণ সাধনে দক্ষ ব্যক্তির পক্ষে যাহা করণীয়[২] তাহা,—তিনি হবেন সামর্থবান, সরল, অতিসরল, সুবাধ্য, মৃদুস্বভাব ও অনভিমানী,—

২। সন্তোষশীল, সুভরণীয়, অল্পদায়ীত্বশীল, অনাড়ম্বরজীবি, শান্তেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবান, অপ্রগল্‌ভ এবং গৃহীকুলের প্রতি অনাসক্ত।

৩। যদ্বারা বিজ্ঞজনে নিন্দা করতে পারেন, এমন ক্ষুদ্র অন্যায় আচরণ তার পক্ষে অকরণীয়। (তার সদা কামনা থাকবে) সকল প্রাণী সুখী হউক ভয়বিহীন হউক এবং সুখিত চিত্তের হউক।

৪। প্রাণী হিসাবে [৩] দুর্বল এবং বলবান, দীর্ঘ, বিশাল দেহী, মধ্যম হ্রস্ব ক্ষুদ্র বা স্থূল এবং

৫। দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট, দূরে অথবা নিকটে বসবাসকারী, যারা জন্ম নিয়েছে অথবা জন্মগ্রহণ করার সম্ভাবনাযুক্ত সকল প্রাণীই সুখী হউক।

৬। অপরকে বঞ্চনা করোনা, কাকেও অবজ্ঞা করোনা, শত্রুতা বা হত্যা চেতনা পোষণ করোনা। কারও দুঃখ ইচ্ছা কখনও পোষণ করোনা।

৭। মা যেরূপ নিজ সন্তানের বা একমাত্র পুত্রের জীবনকে বিশেষ ভাবে রক্ষায় তৎপর, অনুরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীচিত্ত উৎপন্ন করো।

৮। উর্দ্ধে অধোদিকে অথবা মাঝখানে যে সকল প্রাণী আছে, সকলে বৈরী বাধা অতিক্রম করুক এবং তাদের প্রতি অপ্রমাণ মৈত্রী সংবর্ধন করো।

৯। দাঁড়ানে, গমনে, উপবেশনে আর শয়নে যতক্ষণ নিদ্রা না আসে ততক্ষণ এ স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকার নাম ব্রহ্মবিহার।

১০। মিথ্যা ধারণার অপগমণে, কামানল ও ভোগ তৃষ্ণা দমনে শীলবান ও সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন আর্যশ্রাবক পুনঃবার গর্ভাশয়ে জন্ম গ্রহণ করতে আসেন না।

১। ভগবান তথাগত বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে অবস্থান কালে এক বর্ষাবাসের প্রাক্কালে তিনি ভিক্ষু সঙ্ঘকে উদ্দেশ্য করে কর্মস্থান ভাবনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলেন। অতঃপর পাঁচশত জন ভিক্ষু বুদ্ধের উপস্থিতিতে কর্মস্থান সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জ্ঞান লাভ করে হিমবন্ত প্রদেশে গ্রামের অনতিদূরে সাধনা উপযোগী এক মনোরম অরণ্য অঞ্চলে বর্ষাবাসের জন্য স্থান মনোনীত করেছিলেন। ভিক্ষুদের আগমনে সে অঞ্চলের বসবাসকারী বৃক্ষদেবতাগণ ভিক্ষুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিজ পরিবার পরিজন সহ ভুমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

বৃক্ষদেবতাগণ যখন দেখলেন যে ভিক্ষুগণ এই স্থানেই বর্ষাবাস করবেন তখন তাঁরা নিজদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে নানা উৎপাত শুরু করে দেন। তারা ভিক্ষুদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য বিকট মূর্তি ধারণ করতেন এবং এই স্থানের প্রতি অরুচি সৃষ্টি করার জন্য দুর্গন্ধ দ্রব্যাদি পথে ঘাটে ছড়ায়ে রাখতেন। এতে ভিক্ষুদের কর্মস্থান ভাবনা দূরে থাকুক নিজের স্বাভাবিক জীবন যাপনের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি হল। ভিক্ষুগণ দিনদিন মলিন এবং কৃশ হতে দেখা গেল। অগত্যা ভিক্ষুগণ এই বর্ষাবাসের সময় শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের অসুবিধার কথা বুদ্ধকে বল্লেন। বুদ্ধ সর্বজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখলেন যে কর্মস্থান ভাবনার পক্ষে এই পাঁচশত জন ভিক্ষুদের পক্ষে জগতে আর দ্বিতীয় স্থান নেই। তাই তিনি ভিক্ষুদিগকে মৈত্রী চেতনা উৎপাদন করার জন্য উপদেশ দিয়ে যাতে যক্ষগণ ভীষণাকার ধারণ করে ভয় প্রদর্শন করতে না পারে এবং যদ্বারা ভিক্ষুগণ পাপ স্বপ্ন দর্শন না করেন এবং নিরুদ্বেগ নিদ্রা লাভ করতে পারেন, সে জন্য করণীয় মৈত্রী সূত্র আবৃত্তি করতে নির্দেশ দেন।

২। বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শ হল শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। এখানে ভিক্ষুগণ প্রাথমিক ভাবে শীল ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে অরণ্যবাসী হয়ে সমাধির পক্ষে করণীয় এবং অকরণীয় সম্বন্ধে প্রথমে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়।

৩। চতুর্থ ও পঞ্চম গাথাতে প্রথম ব্যাখ্যাগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আরও বিস্তারিত করার জন্য দ্বিগুণ এবং তিনগুন বিষয় প্রকাশ করার পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। চার দ্বিগুন বিষয়—(১) দুর্বল ও বলবান (২) দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট (৩) দূরে অথবা নিকটে ও (৪) যারা জন্ম নিয়েছে অথবা জন্ম নেয়ার সম্ভাবনাযুক্ত, ৩টা তিনগুণ বিষয়—১) দীর্ঘ, মধ্যম, ছোট ২) বিশাল দেহ, মধ্যম ও ক্ষুদ্র ৩) স্থূল, মধ্যম ও ক্ষুদ্র ইত্যাদি।

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু।

সমাপ্ত

সাসন সেবক সংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য

১। মূল ত্রিপিটকের আদর্শকে বৌদ্ধদের মধ্যে সমুন্নত রেখে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার।

২। বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষারত ছাত্রদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩। আজীবন ভিক্ষুব্রত গ্রহণকারী বিনয়ধর ও শিক্ষিত ভিক্ষু অথবা অনাগারিকদের জন্য একটা ফাণ্ড গঠন করে তাঁদের বৃদ্ধ বয়সে ভরণ পোষণ এবং চিকিৎসাদি ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪। বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের সুষ্ঠু পরিচালনা ও গতিশীল রাখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫। একটা বৌদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ।

৬। সাসন সেবক সংঘের পক্ষ হতে একটা ত্রৈমাসিক মুখপত্র প্রকাশের প্রচেষ্টা গ্রহণ।

সাসন সেবক সংঘ
চট্টগ্রাম বাংলাদেশ
২৫৩২ বুদ্ধাব্দ
১৩৯৫ বাংলা